শ্রীশ্রীগৌরগীতাবলী।

১ম খণ্ড।

১ম সংস্করণ।

শ্রীবিজয়নারায়ণ আচার্য্য প্রণীত।

১৩৩৩ সন, আশ্বিন

মূল্য ॥০ আনা।

নেত্রকোণা রমাপ্রেসে—
শ্রীরাধানাথ দত্ত দ্বারা মুদ্রিত।
গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

প্রীতি-উপহার।

ঢাকা-হাসাড়া নিবাসী—

শ্রীল শ্রীযুক্ত কালীহর বসু ভক্তিসাগর

মহাশয়ের প্রতি।

——:(*):——

প্রেমময় দাদা, তুমি ভক্তির সাগর।
রসময় তনু তব, নির্ম্মল অন্তর॥
ভাগ্যকুল হৈতে তুমি, এ শোচ্য দেশেতে।
আসিয়াছ কতবার, পামর শোধিতে॥
নিজ অর্থ ব্যয় করি, আসিয়া এখানে।
দিয়াছ পরমানন্দ, নর্ত্তনে কীর্ত্তনে॥
স্মরিয়া তোমার সেই মধুর মূরতি।
অঝোরে নয়ন মোর ঝরে দিবা রাতি॥
নিজগুণে কৃপা করি, আমি অভাজনে।
দিয়াছ অনেক শিক্ষা, অনেক যতনে॥
পাইয়াছি তব স্থানে, বহু উপদেশ।
রাধা-কৃষ্ণ লীলা-রস-তত্ত্বের উদ্দেশ॥
বহু ঋণে ঋণী আমি আছি তব ঠাই।
এ জীবনে এ ঋণের পরিশোধ নাই॥
তথাপি তোমারে কিছু দিতে ইচ্ছা হয়।
গ্রহণ করহ যদি হইয়া সদয়॥
তোমার আদেশে লেখা, "গৌর-গীতাবলী"।
এনেছি তোমার লাগি, করিয়া অঞ্জলি॥
আর কিবা দিব, ধন কি আছে আমার?
ধর দাদা, লও এই প্রীতি-উপহার॥

তোমার কৃপাশ্রিত—

দীন বিজয়।

অবতরণিকা।

——:০:——

আমার রচিত শ্রীগৌরাঙ্গ সম্বন্ধীয় অনেকগুলি গীতি-কবিতা কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া, ভক্তি, বৈষ্ণবসঙ্গিনী, গৌরাঙ্গসেবক, পল্লীবাসী, শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গ ও সেবা প্রভৃতি বৈষ্ণব-পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই সমস্ত কবিতাগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার জন্য অনেকানেক বন্ধু-বান্ধব কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়াও, অর্থাভাবে এতদিন কৃত-কার্য্য হইতে পারি নাই। সম্প্রতি কয়েকজন আত্মীয়ের অর্থানুকূল্যে ও ভিক্ষালব্ধ অর্থের সাহায্যে "শ্রীশ্রীগৌরগীতাবলী" নামে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ-প্রকাশিত হইল।

গৌরগীতাবলীর লিখিত পদ সমূহের মধ্যে লিপিকুশলতা কি ভাব-রসের প্রাচুর্য্য পরিলক্ষিত না হইলেও এই সকল পদাবলী গৌর সম্বন্ধীয় গৌরগন্ধ মাখা বলিয়া, বৈষ্ণব সমাজে কি সাধু সজ্জনের নিকট উপে-ক্ষিত হইবে না ইহাই আমার একান্ত বিশ্বাস। গ্রন্থাদি লিখিবার মত তেমন বিদ্যাবুদ্ধি আমার নাই। আমার অযোগ্যতা আমি নিজেই বুঝি, তথাপি অন্তঃকরণের ঐকান্তিক উত্তেজনায় প্রাচীন পদকর্ত্তাগণের পদা-ঙ্কানুসরণ পূর্ব্বক, এই সকল পদাবলী লিখিয়াছিলাম।

'গৌরগীতাবলী' পাঠে গৌরভক্তগণ কি রসজ্ঞ সাহিত্যিকগণ কিঞ্চিন্মাত্রও আনন্দানুভব করিলে আমার সকল শ্রম সফল হইবে এবং আমি আমাকে ধন্য মনে করিব। ইতি।

বৈষ্ণব দাসানুদাস—

শ্রীবিজয়নারায়ণ আচার্য্য,

পোঃ বাংলা, গ্রাম সহিলপুর,

জিঃ ময়মনসিংহ।

শ্রীশ্রীগৌরগীতাবলী।

১ম খণ্ড।

মঙ্গলাচরণ।

"আজানু-লম্বিত ভুজৌ কনকাবদাতৌ,
সঙ্কীর্ত্তনৈক পিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ।
বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্ম্ম পালৌ,
বন্দে জগৎপ্রিয়করৌ করুণাবতারৌ॥"

অনুবাদ

"যাঁহাদের ভুজ-যুগল আজানু-লম্বিত, কান্তি কনকের ন্যায় কমনীয়, নয়ন-দ্বয় কমল দলের ন্যায় আয়ত, আমি সেই সংকীর্ত্তনের একমাত্র পিতা (জন্মদাতা ও প্রচারক) বিশ্বসংসারের ভরণ পোষণ কর্ত্তা, যুগধর্ম্মপালক, জগতের প্রিয়কারী, দ্বিজ-শ্রেষ্ঠ, দয়ার অবতার দুইজনকে (শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুকে ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে) বন্দনা করি।"

"শ্রীরূপ সনাতন, — ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট, দাস রঘুনাথ॥
এই ছয় গোসাঞির করি, চরণ বন্দন।
যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ, অভীষ্ট পূরণ॥"

সংকীর্ত্তনারম্ভে প্রার্থনা।

শ্রীশচীনন্দন, পতিত পাবন,
শুভ আগমন, কর সংকীর্ত্তনে।
আমরা সকলে, ভাই ভাই মিলে,
নাচি হরি ব'লে, বড় সাধ মনে॥
না আসিলে তুমি, কে দিবে আনন্দ?
সদানন্দময়, সঙ্গে নিত্যানন্দ,
প্রেমেতে ভাসাও, নাচিয়ে নাচাও,
হাসাও কাঁদাও, গতিহীন গণে॥
হরিনাম মহামন্ত্র কর দান,
নাচিয়া উঠুক,—পাপীর পরাণ,
দেও ভক্তিবল, নাশ অমঙ্গল,
কর সুশীতল, প্রেম বরিষণে॥
বসায়ে তোমারে, হৃদিরত্নাসনে,
শ্রীবাসাদি তব, প্রিয় ভক্ত সনে,
(তোমার) রাতুলচরণ, করি মনমতন,
সাজাইব মোরা, কুসুম চন্দনে॥
পতিত তারিতে তব অবতার,
মো-সম পতিত কোথা পাবে আর?
মহিমা তোমার, ঘোষিবে সংসার,
কর যদি পার এ দীন দুর্জ্জনে॥
কাতরে কহিছে, কাঙ্গাল বিজয়,
তুমি বিনে ভবে, ব্যর্থ সমুদয়,

তুমি সর্ব্বেশ্বর, প্রভু পরাৎপর,
পতিত পামর পারের কারণে ॥ ১ ॥

—o—

সংকীর্ত্তনারম্ভে গৌরাবাহন।

এস এসহে গৌরাঙ্গ ! নিধি ।
নাম সংকীর্ত্তন, করিতে বাসনা,
তুমিহে ! পূরাও যদি ॥
(তুমি) পূর্ণ পূর্ণেশ্বর, বেদ অগোচর,
অনন্ত তুমি অনাদি ।
তোমার মহিমা, কে করিবে সীমা ?
অশক্ত হরেন্দ্র বিধি ॥
কলি পাপাচ্ছন্ন, পাতকীর দুঃখ
দেখি, লয়ে নামৌষধি।
যাচিয়া যাচিয়া, করিতেছ দান,
খণ্ডাইতে ভব ব্যাধি ॥
লয়ে পঞ্চ তত্ত্ব, শুদ্ধ পরমার্থ,
বিতরিছ নিরবধি।
সুস্থান কুস্থান, নাহি জাতি জ্ঞান,
ব্রাহ্মণ চণ্ডাল আদি ॥
যাহা পাও যারে, অমনি তাহারে,
করুণা শিকলে বাঁধি।
দোষ ত্যজি তার, কর আপনার,
যদিও সে অপরাধী ॥

শুধু কি বিজয়, অভয় চরণ,
পাবেনা ? কৃপা বারিধি।
কর কর্ম্মনাশ, কাট অষ্ট পাশ,
তুমিত বিধির বিধি॥ ২ ॥

———o———

সংকীর্ত্তনারম্ভে প্রার্থনা।

এসহে গৌরাঙ্গচাঁদ ! এসহে আবার।
আসিয়া করহ শীঘ্র, জীবের উদ্ধার॥
ডুবিল ডুবিল হায় ! ডুবিল সংসার।
ঘিরিল ঘিরিল আসি, পাপ অন্ধকার॥
আরো দুইবার তুমি, আসিবে ভারতে।
এ বড় ভরসা প্রভো ! পাতকীর চিতে॥
নিজগুণে কৃপা করি, কর আগমন।
ডাকিয়া আনিতে তোমা, পারে কোনজন ?
নাই সেই শান্তিপুরপতি শ্রীঅদ্বৈত।
নাই হরিদাস, শ্রীবাসাদি ভাগবত॥
কে আর ডাকিবে প্রভো ! কাতরে কাঁদিয়া
কৃপা করি আ'স যদি, পাপীর লাগিয়া॥
এস নাথ ! এস নাথ ! এস নাথ মোর।
কাঙ্গাল বিজয় ডাকে, করি কর যোড়॥ ৩

আশার আলো।

ঝিকিমিকি ঝিকিমিকি কনক কিরণ।
ধীরে ধীরে আসি, কিবা ভরিছে ভুবন॥
স্থাবর জঙ্গম দেখি, সোণা মাখা সব।
গোলোক বৈভব বলি, হয় অনুভব॥
প্রাকৃত চাঁদের হাসি, ইহা কভু নয়।
অপ্রাকৃত চাঁদ বুঝি, হইবে উদয়॥
আভাসে আনন্দময়, ভকত চকোর।
পিবে বলি গৌরপ্রেম, সুধা সুমধুর॥
হরি-নাম সংকীর্ত্তনে, ভরিয়াছে দেশ।
রাজা করে সাধু সঙ্গ ছাড়ি রাজবেশ॥
চারিদিকে শুনি শুধু, আনন্দ কল্লোল।
উঠিছে মঙ্গল ধ্বনি, "হরি হরি বোল॥"
বাল-বৃদ্ধ নর-নারী, সবার বদনে।
সদা শুনি হরি-নাম, যেখানে সেখানে॥
ছোট বড় ভেদ নাই, চণ্ডাল ব্রাহ্মণ।
হরি-নাম সংকীর্ত্তনে, সবে নিমগন॥
দেশে দেশে, গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে।
নাম-ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিত, প্রতি ঘরে ঘরে॥
কুলের কুলজা করে, নর্ত্তন কীর্ত্তন।
ভক্তগণ করে প্রেমে, বিশাল গর্জ্জন॥
স্থানে স্থানে হরি সভা, শ্রীশ্রীহরি নাম।
হইতেছে দিবা নিশি, নাহিক বিরাম॥

কূট রাজনীতি পূর্ণ, ছিল রাজধানী।
কৃষ্ণকথা রসামৃতে, পূর্ণিত এখনি॥
শাক্ত শৈব গাণপত্য, সৌরাদি সকল।
হরি-নাম সুধারসে, আনন্দে বিহ্বল॥
পাশ্চাত্য শিক্ষায় যাঁরা, অতি সুশিক্ষিত।
বিজ্ঞান দর্শন শাস্ত্রে, পরম পণ্ডিত॥
তাঁহারাও হরি-নাম সংকীর্ত্তনে রত।
ধূলায় পড়িয়া কাঁদে, বালকের মত॥
রাখাল গরুর পাল, মাঠে লয়ে যায়।
পথে পথে নাচে আর, হরি গুণ গায়॥
শঙ্খ কাঁসর বাজে, করতাল খোল।
উঠিছে মঙ্গল ধ্বনি, "হরি হরি বোল॥"
সাধু সেবা মহোৎসব, প্রতি ঘরে ঘরে।
আকাশ পাতাল কাঁপে, বৈষ্ণব হুঙ্কারে॥
হরি-নাম সুধারসে, পূর্ণ সর্ব্ব স্থান।
"প্রাণ গৌর নিত্যানন্দ" এইমাত্র গান॥
শিশুগণ মিলি করে, নাম সংকীর্ত্তন।
হরি বলি নাচে কত, বৈদিক ব্রাহ্মণ॥
যবনেহ নাচে গায়, হরি সংকীর্ত্তনে।
কোলাকোলি করে কত, চণ্ডাল ব্রাহ্মণে॥
এ সকল দেখি শুনি, মনে অনুমানি।
অবশ্য হেরিব গোরা, রাঙ্গা পা দুখানি॥
অবশ্য আসিবে প্রভু, গৌরাঙ্গ সুন্দর।
সঙ্গে করি আপনার, ভক্ত পরিকর॥

সংকীর্ত্তন প্রারম্ভেতে, আরো দুইবার।
আসিতে প্রভুর নাকি, আছে অঙ্গীকার॥
আবার আসিবে প্রভু, সাঙ্গোপাঙ্গ সঙ্গে
ভাসিবে ভারত পুনঃ, প্রেমের তরঙ্গে॥
হইবে প্রভুর পুনঃ, শুভ আগমন।
আলোক পাইয়া লোক, সুখে নিমগন॥
বাছিয়া বাছিয়া আনি, বহু উপচার।
করিতেছে এখনই, সেবার সম্ভার॥
বাজিছে কাঁসর শঙ্খ, করতাল খোল।
উঠিছে মঙ্গল ধ্বনি, "হরি হরি বোল॥"
ভকতের ভাব চেষ্টা, দেখিয়া শুনিয়া।
কাঙ্গাল বিজয় আছে, পথ নিরখিয়া॥

——)*(——

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর জন্ম।

সম্বরিয়া স্বীয় সহস্র কিরণ,
রক্তিমায় রঞ্জি পশ্চিম গগন,
অস্তাচল চূড়ে বসিলা তপন,
ধরণী পরিলা, ধূসর বসন।
দু' একটি তারা ফুটিছে আকাশে,
কুমুদিনী ধীরে নয়ন বিকাশে,
ঘরে ঘরে বধূ জ্বালিয়াছে বাতি,
দেবালয়ে বাজে মঙ্গল আরতি।
ক্ষীণালোকে পূরি, পূরব অম্বর,

রাহুগ্রস্ত হয়ে পূর্ণ শশধর,
উদিলা ফাল্‌গুনী পূর্ণিমা সন্ধ্যায়,
বিতরিতে পুণ্য, এ মর ধরায়।
উপরাগ হেরি, নর-নারীগণ,
আনন্দে করিছে, নাম সংকীর্ত্তন,
মৃদু মন্দ বহে সান্ধ্য সমীরণ,
পুলকে পূর্ণিত, সকল ভুবন।
নদীয়া ভরিয়া " হরি হরি " ধ্বনি,
হরি ধ্বনি বিনা, কিছুই না শুনি,
গঙ্গা ঘাটে মিলি, শিষ্ট জন-সঙ্ঘ,
শ্রীহরি নামের তুলিছে তরঙ্গ।
আনন্দে করিছে সবে স্নান দান,
মনেতে ভাবিয়া অশেষ কল্যাণ;
ফাল্‌গুনী পূর্ণিমা, শুভ তিথি যোগ,
তাহাতে নক্ষত্র ফল্‌গুণীর ভোগ।
রাশি লগ্ন সিংহ, উচ্চ গ্রহগণ,
ষড় অষ্টবর্গ, সর্ব্ব সুলক্ষণ,
নরলোকে সুরলোকে কি আনন্দ!
সকলেরি মুখে, " শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ॥"
এহেন সময়ে নদীয়া নগরে,
জগন্নাথ মিশ্র, ঠাকুরের ঘরে,
চৌদ্দশত সাত শকে শুভক্ষণে,
জনমিলা প্রভু, লীলায় আপনে।
নারীগণ মিলি দিল জয়কার,

উলু উলু ধ্বনি করি পাঁচ ঝাড়।
কলি কবলিত জীবের উদ্ধার,
করিবারে এই গৌর অবতার।
জগত যুড়িয়া জয় জয় জয়,
অখিল ব্রহ্মাণ্ড পূর্ণানন্দময়,
শচীর সূতিকা গৃহ জ্যোতির্ম্ময়,
নিরখি আনন্দে বিহ্বল বিজয়॥ ৫

শ্রীশ্রীগৌর পূর্ণিমা

এই শুভ দিনে হৈল, গৌর অবতার।
পতিত পাষণ্ড জীবে, করিতে উদ্ধার॥
এই শুভ দিনে প্রভু, নাম জন্মাইয়া।
জনমিলা শচীগৃহে, জীবের লাগিয়া॥
এই শুভ দিনে দীনবন্ধু গৌর হরি।
প্রকটিলা নররূপে, হরি! হরি!! হরি!!!
এই শুভ দিনে যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন।
নদীয়া যুড়িয়া হৈল, নাম সংকীর্ত্তন॥
এই শুভ দিনে ছিল, চাঁদের গ্রহণ।
গ্রহণ জানিয়া হরি বলে সর্ব্ব জন॥
এই শুভ দিনে, পাপ অন্ধকার নাশ।
শচীগর্ভ সিন্ধু হৈতে, চন্দ্রের প্রকাশ॥
এই শুভ দিনে ঘোর কলি হৈল ধন্য!
দ্বিজরাজ-মণি গোরাচাঁদ অবতীর্ণ॥

এই শুভ দিনে প্রভু আসিলা চৈতন্য।
অচৈতন্য কলি জীবে, করিতে চৈতন্য॥
এই শুভ দিনে দশা ফিরিল জীবের।
পাইল পাতকী জীব, সম্পদ শিবের॥
এই শুভ দিনে হৈল, আনন্দ অপার।
নদীয়া যুড়িয়া হৈল, জয় জয়কার॥
এই শুভ দিনে ছিল সর্ব্ব সুলক্ষণ।
ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথি, উচ্চ গ্রহগণ॥
এই শুভ দিনে সিংহ লগ্ন সিংহ রাশি।
পাইয়া প্রকট প্রভু, শ্রীগৌরাঙ্গ শশী॥
এই শুভ দিনে শাক্ত শৈব ভেদাভেদ।
নাহি ছিল কিছু মাত্র, নাহি ছিল খেদ॥
এই শুভ দিনে কত উপহাস করি।
পাষণ্ড পড়ুয়া সবে, বলিয়াছে হরি॥
এই শুভ দিনে কিছু, বুঝিয়া কারণ।
হরিদাস সঙ্গে, সীতানাথের নাচন॥
এই শুভ দিনে পূর্ণ আনন্দ সঞ্চার।
সফল হইল শান্তিপুরের হুঙ্কার॥
এই শুভ দিনে দশ দিক পরকাশ।
টুটিল যমের গর্ব্ব, কলির তরাস॥
এই শুভ দিনে সর্ব্ব জীবের জীবন।
করুণায় অবতার করিলা গ্রহণ॥
এই শুভ দিনে চৌদ্দ শত সাত শকে।
গোলোকের পতি কৃষ্ণ, আইলা ভূলোকে।

এই শুভ দিনে ধরা আনন্দে বিহ্বল।
পরশ পাইয়া গৌর চরণ কমল ॥
এই শুভ দিনে নদে, রসে টলমল।
উছলি উছলি উঠে, জাহ্নবীর জল ॥
এই শুভ দিনে নাহি ছিল আত্ম পর।
কি পুরুষ, কিবা নারী, সবার ভিতর ॥
এই শুভ দিনে নাহি, ছোট বড় জ্ঞান।
হরি নামানন্দ রসে, সকলি সমান ॥
আ'জ সেই শুভ দিন, এস এস ভাই।
আনন্দে মাতিয়ে সবে, গোরা গুণ গাই ॥
আ'জ সবে করি সেই, তিথি আরাধনা।
দয়ার ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ উপাসনা ॥
এস এস করি সবে, নাম সংকীর্ত্তন।
শ্রীগৌরাঙ্গ জন্মলীলা, স্মরণ মনন ॥
প্রভুর যে জন্ম তিথি, ফাল্গুণী পূর্ণিমা।
পরম আরাধ্যা, যাঁর নাহিক উপমা ॥
জয় জয় শ্রীগৌরাঙ্গ, জয় নিত্যানন্দ।
বলিয়া সকলে ভাই! করহ আনন্দ ॥৬॥



শ্রীশ্রীগৌর পূর্ণিমার ভাবোচ্ছাস

(আজু) কোথা হ'তে, আনন্দ আসিয়া,
ভরিয়া উঠিছে বুক।
কেন বা এমন, উল্লাসে উৎফুল্ল,
নদীয়াবাসীর মুখ॥
কে জানে কেন যে, নাচিয়া নাচিয়া,
উঠিছে পরাণ মন।
আনন্দের অশ্রু, ঝরিছে নয়নে,
এত যে শুভ লক্ষণ !!
পাপীর পরাণে, পশিছে আসিয়া,
কোথা হ'তে এত বল।
কলির কপালে, না জানি কি ফলে,
কত না পুণ্যের ফল॥
পুরুষ রমণী, বাল বৃদ্ধ যুবা,
বলে শুধু "হরি বোল"।
নগরে প্রান্তরে, সুরধুনী তীরে,
উঠিছে মঙ্গল রোল॥
বিনে হরি ধ্বনি, কিছুই না শুনি,
যবনেহ বলে হরি।
হরি নাম রসে, কেহ কাঁদে হাসে,
কেহ দেয়, গড়াগড়ি॥
পতিত পাষণ্ড, পড়ুয়া বাচাল,
শাক্ত শৈব যত আছে।

নাহি ভেদাভেদ, সকলে মিলিয়া,
করতালি দিয়া নাচে॥
জীবনেহ যাঁরা, না বলিছে হরি,
তাঁহারাও হরি বলে।
বিমুখী সকল, বলে "হরিবোল"
সাধুকে নিন্দার ছলে॥
যে যে দেশে আছে, ভকত বৈষ্ণব,
সবে মনোবল পায়।
হরিদাস সনে, কি ভাবিয়া মনে,
নাচিছে অদ্বৈত রায়॥
কেহ করে দান, ভাবিয়া কল্যাণ,
আনন্দ ধরেনা গায়।
স্বর্গে দেবগণ, করিছে নর্ত্তন,
গন্ধর্ব্বে মঙ্গল গায়॥
চৌদ্দ শত সাত, শকের ফাল্গুন,
পূর্ণিমা দিনের সাঁজ।
পূরব গগনে, রাহুগ্রস্ত হয়ে,
উদিতেছে দ্বিজ-রাজ॥
উপরাগ ছলে, জাহ্নবীর জলে,
সিনান করিছে সবে।
করে দান ধ্যান, তপ-তরপণ,
গ্রহণ সময় তবে॥
আর কি গ্রহণ, হয়নি কখন,
অতটা হয়েছে কবে?

আর কোন কালে, ভুবন ভরিছে,
মধুর মঙ্গল রবে ?
যুগে যুগে কত, গ্রহণ হয়েছে
তাতে কি এমত হয় ?
খঞ্জ চলি যায়, অন্ধ জনে চায়,
বোবা "হরে কৃষ্ণ" কয় ॥
কার করুণায়, কার প্রেরণায়,
অজানা আনন্দ আসি।
জীবের হৃদয়, করিছে উজল,
তমো অন্ধকার নাশি ॥
কেহ নাহি বুঝে, কেহ নাহি খুঁজে,
কেনবা এমন হয় !
বুঝে বা না বুঝে খুঁজে বা না খুঁজে,
তথাচ আনন্দময় ॥
কেবল ভকত, হৃদয়ে নীরবে,
কে জানি আসিয়া কয়।
"কলির কলুষ, করিতে বিনাশ,
হবে গৌর চন্দ্রোদয় ॥
ভুবন পাবন, নাম সংকীর্ত্তন,
প্রবর্ত্তন করিবারে।
দয়ার ঠাকুর, শ্রীনন্দ নন্দন,
আসিবে নদীয়াপুরে ॥
সাঙ্গোপাঙ্গ সঙ্গে, প্রেমের তরঙ্গে,
ভাসাইবে সব দেশ।

হরি নাম দিয়া, উদ্ধারিবে জীবে,
নাশিবে ত্রিতাপ ক্লেশ ॥
ধন্য হবে কলি, হরি হরি বলি,
নাচিবে পুরুষ নারী।
জীবের লাগিয়া, নাম ধন লঞা,
আসিবে বিপদহারী ॥
সেইত কারণে, নদীয়া ভুবনে,
এতেক আনন্দ আ'জ।
এখনি প্রকট, হইবেন হরি,
নাহি আর কাল ব্যাজ ॥,,
ফাল্গুনী পূর্ণিমা, গ্রহণ সময়.
চৌদ্দশত সাত শকে।
শচীগর্ভ হৈতে, প্রভু বিশ্বম্ভর,
অবতীর্ণ মর্ত্ত্যলোকে ॥
বল হরিবোল, বল হরিবোল
হরি হরি বল ভাই।
জনম লভিল, পতিতের বন্ধু,
আর ত ভাবনা নাই ॥
তিন যুগে যাহা, হয়নি কখন,
এবার যদিবা.হয়।
জয় জয় জয়, জয় জগন্ময়,
বিজয় গাইছে জয় ॥ ৭ ॥

———o———

সদ্যপ্রসূত গৌরাঙ্গ।

সোণার পুতুল কিবা! শচী মা'র কোলে গো,
শচী মা'র কোলে।
কে আছে এমন জন? হেরি এ শিশু রতন,
আপনার ধন জন, নাহি যায় ভুলে গো,
নাহি যায় ভুলে॥
কি দিব তুলনা? নাই তুলনার স্থল গো,
তুলনার স্থল।
কি নাসা নয়ন মুখ, হেরিলে জুড়ায় বুক,
কিবা রাঙ্গা টুক্ টুক্, কর পদ তল গো,
কর পদ তল॥
কিবা সুগঠিত আহা! এ শিশুর দেহ গো,
এ শিশুর দেহ।
না জানি কেমন বিধি, গড়িল এ রূপনিধি,
দেখে নাই জন্মাবধি, হেন শিশু কেহ গো,
হেন শিশু কেহ॥
আলোকিত দশ দিক, অঙ্গের ছটায় গো,
অঙ্গের ছটায়।
কচি কচি হাতখানি, মুষ্ঠিবদ্ধ করি আনি,
বুকের উপর জানি, কেন বা ঘুরায় গো,
কেন বা ঘুরায়॥
রাঙ্গা রাঙ্গা পা দুখানি, লীলায় আছাড়ে গো,
লীলায় আছাড়ে।

শিশুর রোদন ধুয়া, চাঁদ মুখে উঁয়া, উঁয়া,
সবে বলে আজি এঁ কে ? শিশুজন্ম ধরে গো,
শিশুজন্ম ধরে ॥
অতি শীঘ্র রটিল সংবাদ ঘরে ঘরে গো,
সংবাদ ঘরে ঘরে।
শুনিয়া শিশুর কথা, আসিলা মালিনী সীতা,
শিশুসহ শচী মাতা, যে সূতিকা ঘরে গো,
যে সূতিকা ঘরে ॥
সকলি আসিলা করে, ধান্য দুর্ব্বা লঞা গো,
ধান্য দুর্ব্বা লঞা।
শত শত পতিব্রতা, আসিয়া মিলিলা তথা,
আসিলা সুর বনিতা, মানবী হইয়া গো,
মানবী হইয়া ॥
পূর্ণিত সূতিকা গৃহ, অপূর্ব্ব আলোকে গো,
অপূর্ব্ব আলোকে।
সবে করে অনুমান, গালোকের ভগবান্,
জীবেরে করিতে ত্রাণ, আসিল ভূলোকে গো,
আসিল ভূলোকে ॥
ধাত্রী দিল নাভি নাড়ী, করিয়া ছেদন গো,
করিয়া ছেদন।
কেহ রক্ষা-মন্ত্র পড়ে, নৃসিংহ স্মরণ করে,
যা'তে ডাইনী নিশাচরে, না করে হরণ গো,
না করে হরণ ॥

সবে বলে, মরি লয়ে শিশুর বালাই গো,
শিশুর বালাই।
ডাকিনী শাকিনী চোরে, যাহাতে ছুইতে নারে,
নাম রাখে এই ডরে, সোণার নিমাই গো
সোণার নিমাই ॥ ৮ ॥

শিশু গৌরাঙ্গ।

শচী গৃহ-কাজে, আঙ্গিনার মাঝে,
সোণার শিশুটি খেলে।
কহিলে না মানে, যা'দেখে নয়নে,
সকলি টানিয়া ফেলে ॥
হামাগুড়ি দিয়া, প্রাঙ্গণ যুড়িয়া,
ঘুরিয়া ঘুরিয়া ফিরে।
কখন দাঁড়ায়, হাটিবারে চায়,
পদেক বাড়ায়ে পড়ে ॥
ধূলা মাটী গায়, কত যে মাথায়,
জননী যতই বলে।
আরো বেশী করি, দেয় গড়াগড়ি,
এদিকে ওদিকে চলে ॥
কভু বা কাঁদিয়া, বাহু পসারিয়া,
উঠিবারে চায় কোলে।
আঁচলেতে ধরি মা, মা, মা, মা করি,
ডাকে সুমধুর বোলে ॥

ধূলা ঝাড়ি মায়,　　কোলেতে উঠায়,
　আদরে পিয়ায় স্তন।
চুম্বি চাঁদ মুখ,　　পায় যত সুখ,
　জানে কি তা' অন্য জন ?
প্রায় সর্ব্বক্ষণ,　　করয়ে ক্রন্দন,
　কাঁদিতে কাঁদিতে ঘামে।
হরি হরি বলি,　　দিলে করতালি,
　তবে সে নিমাই থামে॥
সঙ্কেত বুঝিয়া,　　যত নগরিয়া,
　কিবা সে পুরুষ নারী।
চাঁদ-মুখ চেয়ে,　　করতালী দিয়ে,
　কাঁদিলেই বলে হরি॥
নদীয়ার নারী,　　আসে সারি সারি,
　হরি হরি সবে কয়।
করিয়া কৌতুক,　　চুম্বি চাঁদ-মুখ,
　টানিয়া বুকেতে লয়॥
এক বার বুকে,　　করিলে তাঁহাকে,
　ছাড়িতে না লয় মনে।
বাৎসল্যেতে মন,　　দ্রবিয়া তখন,
　দুগ্ধ ধারা ঝরে স্তনে॥
বিজয় পামরে,　　কত দিন পরে,
　না জানি এ সুখ পাবে।
রমণী হইয়া,　　নদীয়াতে গিয়া,
　নিমাই কোলেতে লবে॥ ৯॥

নিমাইর নাচ।

নাচেরে! নিমাই, ভালি ভালি।
মায় দিতেছে, করতালি॥
এদিক্ ওদিক্ নেচে যায়।
সোণার নূপুর রাঙ্গা পায়॥
শুনিয়া নূপুর-রব।
পাড়ার মেয়ে জুট্‌ল সব॥
সবেই দিছে করতালি।
নিমাই নাচে হরি বলি॥
শুন্‌লে নিমাই হরি হরি।
আরো নাচে বেশী করি॥
নাচ্‌তে নাচ্‌তে ছুটে ঘাম।
শচী বলে "রাম রাম"॥
বাছার আমার কতই কষ্ট।
আর না বাছা, হলেম তুষ্ট॥
এত বলি শচী রাণী।
কোলে নিল গৌর মণি॥ ১০



শচীর সঙ্কল্প।

আর দিবনা, নাচ্‌তে আমার সোণার নিমাই চাঁদে।
ছাই প'ড়ে যা'ক্ আজ হ'তে মোর, নাচ দেখিবার সাধে ॥
কেউ যদি চায় হরি বলে, নাচাইতে তারে।
আমি তারে বারণ করব হাতে পায়ে ধরে।
নাচ্‌তে নাচ্‌তে বাছা আমার, আধ্‌খান হয়ে গেছে।
তবু বলে পাড়ার লোকে, নিমাই ভাল নাচে ॥
বিজয় বলে মাগো তোমার নিমাই নাটের গুরু।
আজই নাচের কি হয়েছে? সর্ব্বে নাচের সুরু ॥১১॥



ভক্তের আশা।

আবার।

আবার আসিবে মোর, নদীয়ার চাঁদ গো,
নদীয়ার চাঁদ।
গোলোকের প্রেম-মণি, ভূলোকেতে দিবে আনি,
কাঙ্গালে করিতে ধনী, তাঁর বড় সাধ গো,
তাঁর বড় সাধ॥
আবার আসিবে মোর, শচীর দুলাল গো,
শচীর দুলাল।
আবার বাজিবে খোল, উঠিবে আনন্দ রোল,
বাজিবে মাদল শিঙ্গা, শঙ্খ করতাল গো,
শঙ্খ করতাল॥
আবার আসিবে মোর, শ্রীগৌরাঙ্গ হরি গো,
শ্রীগৌরাঙ্গ হরি।
জীবেরে করিতে পার, করুণার অবতার,
আনিবেন পুনর্ব্বার, হরি-নাম-তরী গো,
হরি-নাম-তরী॥
আবার আসিবে মোর, গোরা গুণমণি গো,
গোরা গুণমণি।
হরি নাম সংকীর্ত্তনে, উদ্ধারিবে সর্ব্ব জনে,
পবিত্র প্রেম প্লাবনে, ভাসাবে অবনী গো।
ভাসাবে অবনী॥
আবার আসিবে মোর, দয়াল নিতাই গো,

দয়াল নিতাই।

পতিত পাষণ্ড জনে, উদ্ধারিবে প্রেমদানে,
খুঁজিবে কোথায় আছে, জগাই মাধাই গো,
জগাই মাধাই ॥
আবার আসিবে মোর, প্রভু নিত্যানন্দ গো,
প্রভু নিত্যানন্দ।
মা'র খেয়ে প্রেম দিবে, পাপীর পাতক নিবে,
খণ্ডাইবে যম-দণ্ড, বিধির নির্ব্বন্ধ গো,
বিধির নির্ব্বন্ধ ॥
আবার আসিবে মোর, শান্তিপুর নাথ গো,
শান্তিপুর নাথ।
জীবের দুর্গতি হেরি, বহু আরাধন করি,
আবার আনিবে গৌর, সাঙ্গোপাঙ্গ সাথ গো,
সাঙ্গোপাঙ্গ সাথ ॥
আবার দেখিবে জীবে, প্রেমের প্রভাব গো,
প্রেমের প্রভাব।
নাম গানে অনুরক্ত, আসিবে অসংখ্য ভক্ত,
লীলায় করিবে ব্যক্ত, বরজের ভাব গো,
বরজের ভাব ॥
আবার পূরিবে যত, ভকতের সাধ গো,
ভকতের সাধ।
গৌর-প্রেম-সিন্ধু-নীরে, ভাসাইবে সবাকারে,
বিজয় বাসনা করে, তার কণা আধ গো,
তার কণা আধ ॥১২॥

জন্ম জয়োল্লাস।

আজু কিবা আনন্দ অপার,
চারি দিকে জয় জয়কার।
শাক্ত শৈব ভেদ নাহি আর,
হরি-নামে ভরিল সংসার॥

পতিত পাবন অবতার,
জনমিলা শচীর কুমার।
অতুল আনন্দ নদীয়ার,
দূরে গেল পাপ অন্ধকার।

ফাল্‌গুণ পূর্ণিমা শুভক্ষণ,
সিংহ রাশি উচ্চ গ্রহগণ।
প্রবর্ত্তিয়া শ্রীনাম কীর্ত্তন,
প্রকটিলা শ্রীশচী-নন্দন॥

দিক দশ পরসন্ন অতি,
পাইয়া শিশুর অঙ্গজ্যোতি।
মলয় মারুত মৃদু গতি,
বহিতে কহিলা ঋতুপতি॥

রাহুগ্রস্ত শশাঙ্ক তখন,
না গণিয়া বিপদ আপন,
পরশিলা পূরব গগণ,
জন্মোৎসব করিতে দর্শন॥

ভক্ত জন ভাবিয়া কল্যাণ,
গ্রহণের ছলে করে দান।
সকলি করিছে গঙ্গা-স্নান,
গঙ্গা-স্রোত বহিছে উজান॥

পুষ্প বৃষ্টি করে দেবগণ,
নাচে গায় গন্ধর্ব্ব চারণ,
সুরে নরে একত্র মিলন,
আনন্দে ভরিল ত্রিভুবন॥

বিপ্রগণ করে বেদ পাঠ,
আর কত নাটুয়ার নাট।
নারীগণে খুলিয়া কবাট,
শিশু চাহি বলে "ষাট্ ষাট্॥"

দেবগণ নর-রূপ ধরি,
নিরখিছে, গৌরাঙ্গ মাধুরী।
শচীর মন্দিরে ভিড় ভারি,
ঠেলা-ঠেলি কত হুড়াহুড়ি॥

মিশ্র পুরন্দর করি দান,
মাগে নিজ পুত্রের কল্যাণ।
আনন্দেতে হইয়া অজ্ঞান,
ঘরে না রাখিল কোন খান॥

অসম্ভব হইল সম্ভব,
ভূ-লোকেতে গোলোক বিভব।
মনে কিছু পেয়ে অনুভব,
শান্তিপুরে নাচিছে ভৈরব ॥

শচী-গৃহে সোণার পুতুল,
কর পদ তল পদ্ম ফুল।
নয়ন পরশে শ্রুতি—মূল,
অতুলের সর্ব্বাঙ্গ অতুল ॥

কোটি কোটি কন্দর্পের সার,
সবে বলে, নিছুনি তাঁহার।
বিজয় বলিছে এইবার,
পাপী তাপী পাইবে উদ্ধার ॥ ১৩ ॥



শচীমুখে নিমাই-চরিত।

প্রতিবেশিনীর প্রতি।

কি কহব মাই! সরেনা মুখে।
পরাণ দগধে, দারুণ দুখে॥
বাতুল হইল, নিমাই মোর।
না বুঝে আপন, না বুঝে পর॥
পড়িয়া শুনিয়া, এমন কেনে?
দেব, দ্বিজ, গুরু, কিছুই না মানে॥
ত্রিভঙ্গ হইয়া, কখন থাকে।
শ্যামলী, ধবলী, বলিয়া ডাকে॥
আখুটি করিয়া, মুরলী চায়॥
এত কি সহিতে, পারে গো মায়?
আঁচল ধরিয়া, মাখন মাগে।
না দিলে লোটায়, মনের রাগে।
অঝোর নয়নে, কাঁদিতে থাকে॥
কর-নখে ধরা, সতত আঁকে।
মৌন হইয়া, কখন থাকে॥
ডাকিলে শুনেনা, শঙ্খে ডাকে॥
কহ মা কি ভাবে, নিমাই ভোর।
ভাবিয়া বিজয়, কি পাবে ওর॥ ১৪॥

নূতন গৌরাঙ্গ।

সেবারাম পেয়ে, নূতন আশা।
খুলিছে আশার, নূতন ভাষা॥
নূতন গৌরাঙ্গ, আসিবে দেশে।
নূতন উদ্যমে, নূতন বেশে॥
নূতন রাগেতে, মাতিছে দেশ।
কেহ নাহি করে, কাহাকে দ্বেষ॥
কেবলি কীর্ত্তন, আনন্দ রঙ্গ।
কেবলি ভকত, জনার সঙ্গ॥
চারিদিকে শুধু, নূতন রোল।
নূতন সুরে "হরি হরি বোল॥"
নূতন গৌরাঙ্গ, যখনে পাব।
আমরা সকলে, নূতন হব॥
নূতন করিয়া, সাজাব তাঁরে।
নূতন নূতন, কুসুম হারে॥
নাচাব কীর্ত্তনে, নূতন তালে।
নূতন তিলক, পরাব ভালে॥
কাঙ্গাল বিজয়, ভাবিছে মনে।
অবশ্য পাইব, গৌরাঙ্গ ধনে॥ ১৫ ॥*

---

* ভক্তপ্রবর সেবারাম শর্ম্মার একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়া এই কবিতাটী লিখিয়াছিলাম।

(বিজয়)

শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্র।

জয় জয় শ্রীশচীনন্দন।

গোলোকের ধন, গোলোক হৈতে,

অবতীর্ণ অবনীতে, আনন্দে ভরিল ত্রিভুবন ॥

জয় জয় চারি পাশে, হরিনাম প্রেমোল্লাসে,

মাতিল অমর নরগণ।

পতিত পাষণ্ড যত, তারা হয়ে উনমত,

অবিরত করে সংকীর্ত্তন ॥

নদীয়া নগর মাঝে, ভক্তগণ সঙ্গে সাজে,

শচীর তুলাল গোরাচাঁদ।

কি পুরুষ কিবা নারী, অপরূপ রূপ হেরি,

মনে গণে বড় পরমাদ ॥

রাধিকার রসে মাখা, নদীয়ার ভাবে ঢাকা

আবেশেতে গর গর মন।

কাঙ্গাল বিজয় বলে, ভাসিয়া নয়ন জলে,

কবে পাব হেন গোরা ধন ॥ ১৬ ॥

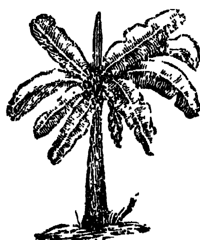


সোণার মানুষ।

সোণার মানুষ, নদীয়া এ'সেছে,
সোণার বরণ গা।
সোণার দু'গাছি, নূপুর শোভিত,
রাতুল দু'খানি পা॥
সোণার ঘুঙ্ঘুর, কটিতটে বেড়া,
কেমন শোভা করে।
হাটিতে নাচিতে, কিনি কিনি ধ্বনি,
শ্রবণ মন হরে॥
আজানু-লম্বিত, সুললিত বাহু,
সোণার বালা তায়।
সোণার মাদুলী, দোলিয়া দোলিয়া,
ঝলসিছে গলায়॥
বিশাল উরসে, শোভিছে সুন্দর,
কিবা! সোণার হার।
সোণার কুন্তল, শ্রবণ যুগলে,
তুলনা নাহি যার॥
চাচর চিকুরে, চূড়ার বলনি,
মালতী ফুলে ঘেরা।
সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর, রূপ মনোহর,
নিখিল চিত্ত চোরা॥
মৃদু মন্দ হাসি, সুধা পড়ে খসি,
বচনে জুড়ায় দে।

এহেন নাগর, রসের সাগর,
নদীয়া আনিল কে ?
তুলিয়া দু'খানি, সোণার বাহু,
বদনে বলে হরি।
সোণার শরীর, ধূলায় লোটায়,
কেনবা দেয় গড়ি॥
কখন কাঁদিয়া, আকুল হয়,
কভু হাসিয়া উঠে।
কখন কি ভাবি, ইতি উতি ধায়।
পাগল হেন ছুটে॥
মান অভিমান, কিছু নাহি দেহে,
সকলে সম জ্ঞান।
পাতকী জনারে, বাহু পসারিয়া,
বুকেতে দেয় স্থান॥
নাম সংকীর্ত্তনে, ভুবন ভরিল,
প্রেমেতে ভাসে দেশ।
পরের লাগিয়া, কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
সোণার দেহ শেষ॥
পরের রমণী, নয়নের কোণে,
কভু ত না চায় সে।
পরাণ সমান, কি পুরুষ নারী,
সকলে ভাল বাসে॥
যায় বাড়ী বাড়ী, জনে জনে ধরি,
বলে গো ! "হরি" বল !

কেহ না বলিলে, গলে ধরি কাঁদে,
এমতি সে পাগল ॥
এমন সোণার, মানুষ কখন,
কোন যুগেতে ছিল।
ব্রহ্মার বাঞ্ছিত, প্রেমধন আনি,
জীবেরে যাচি দিল ॥
কাঙ্গাল বিজয়, সে প্রেমবিন্দুর,
না পা'ল কণা আধ।
বৈষ্ণব চরণে, ছিল বুঝি তার,
অবশ্য অপরাধ ॥ ১৭ ॥



শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্র।

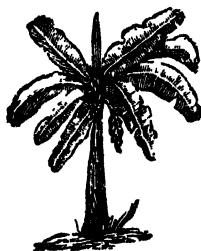
কনক কাঁতি, বিজুরী ভাতি,
মোহন মূরতি গোরা।
বরজের রসে, রজনী দিবসে,
ভাবের আবেশে ভোরা॥
অনুরাগ ফুটা, রাঙ্গা আঁখি দু'টা,
ঝর ঝর ঝরে নীর।
মন গর গর, তনু থর থর,
ক্ষণেক নাহিক থির॥
কভু ভূমে পড়ি, দেয় গড়াগড়ি,
হরি বলে উচ ক'রে।
গদাধর পানে, চাহে ক্ষণে ক্ষণে,
ক্ষণে বা সাপুটী ধরে॥
এমন গৌরাঙ্গ, রসের তরঙ্গ,
নয়নে দেখিল যেই।
বলিছে বিজয়, এ কথা নিশ্চয়,
পরাণে মরিল সেই॥ ১৮



প্রেমের পুতুল।

প্রেমের পুতুল, প্রেমেতে গড়া,
প্রেমের পরাণ খান।
প্রেমের আবেশে, প্রেমে মাখা নাম,
সদাই করিছে গান ॥
প্রেমের নয়ন, প্রেমের চাহনি,
প্রেমে করে টল মল।
প্রেমের কাঁদন, সদাই কাঁদিছে,
বুকে মুখে প্রেম জল ॥
প্রেমের বদনে, প্রেমে মাখা কথা,
কথন হাসিয়া কয়।
প্রেমের স্বভাবে, যারে দেখে তারে,
আপনা করিয়া লয় ॥
প্রেমেতে মাতিয়া, দু'বাহু তুলিয়া,
বদনে বলিছে হরি।
প্রেমের নাচন, নাচিয়া কখন,
ভূমে দেয় গড়াগড়ি ॥
প্রেমের বিকারে, বিষম চিৎকারে,
আবার উঠিয়া ধায়।
প্রেমে উল্লম্ফন, করে বা কখন,
অজ্ঞান পাগল প্রায় ॥
প্রেমের প্রহারে, জর জর তনু,
হেলিয়া দোলিয়া পড়ে।

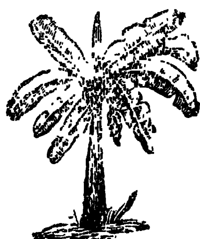
প্রেমের প্রতিমা, প্রিয় গদাধর,
বাহু পসারিয়া ধরে ॥
শচীর মন্দিরে, শ্রীবাস অঙ্গণে,
ভকত জনার বুকে।
প্রেমে ঢল ঢল, প্রেমের পুতুল,
সতত বিরাজে সুখে ॥
প্রেমের পুতুল, প্রেমের নাচন,
যাহার হৃদয়ে নাচে।
কাঙ্গাল বিজয়, অনুমানে কয়,
সে ত না পরাণে বাঁচে ॥ ১৯ ॥



শ্রীগৌরগীতিকা।

গৌড়চন্দ্র, গৌরনিধি,
কোন্ বিধি নিরমিল রে!
পিরীতি রসের, সার নিঙ্গাড়িয়া,
নয়নে পূরিয়া দিল রে॥
অরুণ নয়নে, করুণ চাহনি,
কত না বরুণ ঝরে রে।
জিনি কামধনু, ভ্রূযুগ সুন্দর,
শোভিত কটাক্ষ শরে রে॥
কোটীন্দু জিনিয়া, শ্রীমুখ উজল,
নাসা জিনি তিল ফুল রে।
অনঙ্গ মথন, রূপের ঝলকে,
নাশিছে কামিনী কুল রে॥
কিবা শ্রুতিমূলে, কনক কুন্তল,
ঝলসি ঝলসি দোলে রে।
চাচর চিকুরে, চূড়ার বলনি,
বেষ্টিত মালতী মালে রে॥
মুকুতা গঞ্জন, সুচারু দশন,
আরক্ত অধর ভাতি রে।
জিনি শরদিন্দু, চন্দনের বিন্দু,
ললাটে সুন্দর অতি রে॥
লাবণ্যের সার, উন্নত উরসে,
শোভিছে কুসুম হার রে।

বাহু সুবলিত, আজানু-লম্বিত,
তুলনা নাহিক তার রে॥
রাতুল চরণে, মণির মঞ্জীর,
মধুর মধুর বাজে রে।
আহা মরি কিবা, নখ চন্দ্র বিভা,
হেরি চন্দ্র মরে লাজে রে॥
মৃদু মন্দ হাসে, বিদ্যুত বিকাশে,
বচন অমিয় মাখা রে।
কপালে থাকিলে, দেখিলে শুনিলে,
যায় কি জীবন রাখা রে॥
হেন চিত চোর, গৌরাঙ্গ সুন্দর,
হৃদয়ে জাগিবে যাঁর রে।
কাঙ্গাল বিজয়, কহিছে নিশ্চয়,
সফল জীবন তাঁর রে॥ ২০।



আমার গৌরাঙ্গ।

আমার গৌরাঙ্গ, চরণ স্মরণে
ভবের বাঁধন টুটে।
আমার গৌরাঙ্গ, করুণা কণায়,
পাষাণে পঙ্কজ ফুটে ॥
আমার গৌরাঙ্গ, রূপের কিরণে,
ত্রিজগত পরকাশ।
আমার গৌরাঙ্গ, চরণ চুমিয়া,
অমিয়া ঊষার হাস ॥
আমার গৌরাঙ্গ, নাম পরতাপে,
শমন দমন হয়।
পাতকী পরাণে, প্রেম পরবেশি,
তমো মসি ধুয়ে লয় ॥
আমার গৌরাঙ্গ, লীলার শ্রবণে,
দৃশদ দরবি যায়।
ভুবন মোহন, রূপের ঝলকে,
মদন মূরছা যায় ॥
আমার গৌরাঙ্গ, স্মরি বৃন্দাবন,
বদনে "রা রা রা" করে।
ভাবের প্রহারে, ভাসে অশ্রু জলে,
'ধা, বলিয়া ভূমে পড়ে ॥
আমার গৌরাঙ্গ, নিজাঙ্গ নেহারি,
শিহরি শিহরি উঠে।

প্রেমের প্রতিমা, প্রিয় গদাধরে,
ধরিতে ধাইয়া ছুটে॥
বরজের ভাবে, পূরব স্বভাবে,
কত না প্রলাপ কয়।
শ্যামলী, ধবলী, বেণু বেত্র বলি,
কেবলি আকুল হয়॥
আমার গৌরাঙ্গ, যমুনা ভরমে,
সুরধুনী তীরে ধায়।
কি জানি ভাবিয়া, কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
কদম্বের শাখা চায়॥
মায়ের অঞ্চল, ধরিয়া কখন,
ক্ষীর, সর, ননী মাগে।
না দিলে তখন, ধূলায় পড়িয়া,
লোটায় মনের রাগে॥
রাধিকার ভাবে, প্রেমের প্রভাবে,
আপনি রাধিকা হয়।
বিরহ বিলাপে, কত না প্রলাপে,
নিরজনে বসি রয়॥
আমার গৌরাঙ্গ, নিজে বিদ্যাপতি,
দিগ্বিজয়ী করি জয়।
নদীয়া নিবাসী, পণ্ডিত সভার,
খণ্ডাইলা মনোভয়॥
আমার গৌরাঙ্গ, কাজিকে দলিয়া,
রাখিলা ভক্তের মান।

আমার গৌরাঙ্গ, প্রেমের ঠাকুর,
যবনে করিলা ত্রাণ॥
আমার গৌরাঙ্গ, বরাহ আবেশে,
মুরারি ভবনে যায়।
"শূকর শূকর" বলিয়া কখন,
গরজে বিশাল রায়।
আমার গৌরাঙ্গ, জীব নিস্তারিতে,
প্রচারিলা সংকীর্ত্তন।
সাঙ্গোপাঙ্গ সঙ্গে, প্রেমের তরঙ্গে
ভাসাইলা সর্ব্বজন॥
আমার গৌরাঙ্গ, জীবের লাগিয়া,
ছাড়িলা সংসার সুখ।
সন্ন্যাসী হইয়া, হরিনাম দিয়া,
নাশিলা সবার দুখ॥
আমার গৌরাঙ্গ, পথের কাঙ্গাল,
সাজিলা পরের লাগি।
জননী ছাড়িয়া, ছাড়ি বিষ্ণুপ্রিয়া,
হইলা সংসার ত্যাগী॥
আমার গৌরাঙ্গ, দয়ার ঠাকুর,
পাতকী খুঁজিয়া ফিরে।
পাইলে অমনি, ধরি দেয় কোল,
ভাসিয়া নয়ন নীরে॥
আমার গৌরাঙ্গ, মৃত হরিদাসে,
আপনি করিলা কাঁধে।

প্রসাদ মাগিয়া, তার মহোৎসব,
করিলা মনের সাধে ॥
আমার গৌরাঙ্গ, দক্ষিণ ভ্রমণ,
করিলা তীর্থের ছলে।
প্রয়াগের পথে, তরণী হইতে,
ঝাঁপিলা জাহ্নবী জলে ॥
গোদাবরী কূল, করিলা উজোল,
রামানন্দ রায় দ্বারে।
সাধ্য সাধন, করিলা বর্ণন,
ভঙ্গি কে বুঝিতে পারে ?
আমার গৌরাঙ্গ, লীলা ছল চন্দ্র,
দরশে মূরছা গত।
আমার গৌরাঙ্গ, সমুদ্রের জলে,
ভাসিলা মরার মত ॥
আমার গৌরাঙ্গ, গম্ভীরা ভিতরে,
বিকারে ঘষিলা মুখ।
স্মরিতে সে ভাব, থাকেনা জীবন,
বিদরে পাষাণ বুক ॥
আমার গৌরাঙ্গ, দেবদাসী গানে,
আপনা পাসরি ধায়।
সিজের কণ্টকে, কাটিল শ্রীঅঙ্গ,
রুধিরে প্লাবিত কায় ॥
আমার গৌরাঙ্গ, কৃপায় শোধিলা,
আপন ভকত চিতে।

সার্ব্বভৌম আদি, যত জ্ঞানবাদী,
আনিলা ভকতি পথে॥
আমার গৌরাঙ্গ, আমার পরাণ,
আমার জীবন ধন।
আমারে ফেলিয়া, লীলা সম্বরিয়া,
হইলেন অদর্শন॥
আমার গৌরাঙ্গ, খুঁজিয়া খুঁজিয়া,
কোন্ দেশে জানি যাব।
কাঙ্গাল বিজয়, মনোদুঃখে কয়,
আর কি গৌরাঙ্গ পাব? ২১॥

সোণার ফুল

গোপী ভাব কল্প, লতিকার শিরে,
একটি সোণার ফুল।
ফুটিয়া কেমন, শোভিছে সুন্দর,
নদীয়া জাহ্নবী কূল॥
ফুলের সৌরভে, ভুবন ভরিয়া,
উঠিছে মঙ্গল রোল।
মধু পান আশে, মধুর পিয়াসে,
মাতিল মধুপ কুল॥
করণিকা যেন, মরকত মণি,
সোণার কউটা মাঝে।

জগতে অতুল, অপরূপ ফুল,
মরি কি সুন্দর সাজে !!
যে দেখে এ ফুল, সে হারায় কুল,
আকুল হইয়া মরে।
কুলের কামিনী, ত্যজি কুলখানি,
অকূলে ডুবিয়া পড়ে ॥
দেবগণ আসি, মানবের বেশে,
দেখিছে ফুলের শোভা।
কোন্ বিধি জানি, গড়িল এ ফুল,
জগজ্জন মনোলোভা ॥
কাঙ্গাল বিজয়, মনোদুঃখে কয়,
গুরু হয়ে অনুকুল।
কবে এ দীনের, হৃদয় কাননে,
ফুটাবে সোণার ফুল ॥ ২২ ॥

কিশোর গৌরাঙ্গ।

তপত কনক, কিরণ কাঁতি।
ভুবন উজোর, বরণ ভাতি ॥
দীঘল চাঁচর, চিকুর দাম।
মদন মোহন, বদন ঠাম ॥
কামের কার্ম্মুক, ভ্রূযুগ শোভা।
করুণা কটাক্ষ, লোচন লোভা ॥

নয়ন অরুণ, কমল হেন।
তাহাতে তারকা, ভ্রমর যেন॥
অধর রঞ্জিত, তাম্বুল রাগে।
বান্ধুলী বরণ, কিসে বা লাগে॥
মুকুতা গঞ্জন, দশন পাঁতি।
বদন মণ্ডল, সুন্দর অতি॥
শম্বুক সদৃশ, সুচারু গ্রীবা।
মুনির মানস, মোহন কিবা।
অমিয়া জিনিয়া মধুর হাস॥
মধুর মধুর, মধুর ভাষ।
ললিত মধুর, লাবণ্য সার॥
উন্নত উরসে, কুসুম হার।
হিয়ার দোলনে, ঈষত দোলে।
নিরখি নিখিল, ভুবন ভুলে॥
নিথর নিতম্ব, কেশরী কটি।
রাঁতা উতপল, চরণ দু'টি॥
বিদ্যার বিলাসে, সতত ভোর।
পুরুষ যোষিত, মানস চোর॥
জাহ্নবী সলিলে, করই কেলি।
সখার সহিতে, সিনান বেলি॥
নগরে ভ্রময়ে, নাগর রাজ।
রাজার কুমার, সমান সাজ॥
কীর্ত্তন রসেতে, সতত ভোরা।
ভকত বৎসল, শচীর গোরা॥

রোয়ত, হসত, গায়ত "রা রা।"
অরুণ নয়নে, বরুণ ধারা॥
তরুণ বয়সে, করুণ কাঁদে।
নদীয়া নাগরী পড়িল ফাঁদে॥
ধূলায় পড়িয়া কখন লুটে।
লাফিয়া কাঁপিয়া আবার উঠে॥
দু'বাহু তুলিয়া বলিছে হরি।
নাচিয়া নাচিয়া করুণা করি॥
কাঁদিয়া কাঁদিয়া ক্ষণেক হাসে।
কে জানে কি রসে কখন ভাসে॥
ধূলায় ধূসর সোণার অঙ্গ।
শ্রীবাস অঙ্গণে কত না রঙ্গ॥
গদাধর সহ পীরিতি বাড়া।
রহেনা তাঁহারে তিলেক ছাড়া॥
শ্রীধর সহিতে কন্দল, জোর।
কাড়িয়া লইতে কলার থোর॥
নবীন নাটুয়া নাগর রায়।
লখিতে নদীয়া নাগরী ধায়॥
বিজয় বলিছে পড়িয়া পায়।
জাতি কুল রাখা, হইবে দায়॥ ২৩॥

নবীন-গৌরাঙ্গ।

নবীন গৌরাঙ্গ, নাটুয়া নাগর,
নদীয়া নগর মাঝে।
সহচর সঙ্গে, প্রেম পরসঙ্গে,
কিবা ! আনন্দে বিরাজে ॥
অতনু মথন, তনুর গঠন,
ভূষিত কুসুম সাজে।
বসনে ভূষণে, মনোহর বেশ,
মরি কি সুন্দর সাজে ॥
তপত কাঞ্চন, কলেবর কাঁতি,
লাবণি তরঙ্গ তায়,
কি পুরুষ নারী, সে তরঙ্গে পড়ি,
অকূলে ভাসিয়া যায় ॥
বিশ্ব চিত্ত চোর, নবীন গৌরাঙ্গ,
কনক সুন্দর কায়।
রূপের ঝলকে, আনের কি কথা,
মদন মূরছা পায় ॥
চাঁচর চিকুর, মালতীর মালে,
শোভিছে সুন্দর অতি।
শ্রীমুখ মণ্ডল, করে ঝল মল,
মুকতা দশন পাঁতি ॥
নাসা তিল ফুল, শ্রুতি সে অতুল,
কনক কুণ্ডল তায়,

বান্ধুলী বরণ, চারু দরশন,
ওষ্ঠাধর শোভা পায়॥
অরুণ নয়নে, করুণ চাহনি,
আনন্দ বরুণ পূরা।
নয়নে উপরে, ভ্রূযুগ যেমন,
কামের কার্ম্মুক যোড়া॥
মৃদু মন্দ হাসে, বিদ্যুত বিকাশে,
বচন অমিয়া মাখা।
অনুপম গ্রীবা, মনোরম কিবা,
সুঠাম ঈষদ্ বাঁকা॥
বক্ষ পরিসর, তাহাতে সুন্দর,
কনক কুসুম হার।
ঝলকি ঝলকি, দোলিছে সতত,
তুলনা নাহিক তার॥
আজানু-লম্বিত, বাহু সুললিত,
সোণার বলয় সাজ।
নখচন্দ্র কিবা, তুলনায় হারে,
কোটি কোটি দ্বিজ রাজ॥
হরি কটি জিনি, ক্ষীণ কটি খানি,
কিঙ্কিণী বেষ্টিত তাহে।
সুচারু জঘন, জগজন মন,
বিমোহন হয় যাহে॥
অতুল রাতুল, চরণ যুগলে,
মণির মঞ্জীর রাজে।

হাটিতে নাচিতে, মরি কি সুন্দর,
মধুর মধুর বাজে॥
এমন সুন্দর, নবীন গৌরাঙ্গ,
পরাণে বাঁধিল যেই।
কহিছে বিজয়, নিশ্চয় নিশ্চয়,
প্রেমেতে ডুবিল সেই॥ ২৪॥



শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্র।

(গীতি কবিতা।)

কনক গৌর, গৌর ইন্দু।
উজ্জ্বল মধুর প্রেমক সিন্ধু।
উদয় নদীয়া উদয়াচলে।
বেষ্টিত পার্ষদ তারক দলে॥
হরিণ হীন পূরণ চন্দ।
ব্রজ বিলাস আনন্দ কন্দ॥
অতুল শ্রীগৌরচন্দ্র কি শোভা।
ভকত চকোর লোচন লোভা॥
ভুবন ভরিয়া করুণা ভাস।
কলি কলুষ তম বিনাশ॥
আনন্দে অধীর পুরুষ নারী।
পুলকে পূর্ণিত রূপ নেহারী॥
করুণা কিরণ পাইয়া তবে।
হাসিছে নাচিছে গাইছে সবে॥
আনন্দে পূরিল ধরণী ধাম।
কীর্ত্তন কেবল "শ্রীহরি নাম॥"
পণ্ডিত পাষণ্ড পড়ুয়া যত।
ধূলায় লুটিয়া কাঁদিছে কত॥
নিন্দুক নাচিয়া গাহিছে জয়।
জয় গৌরচন্দ্র কহে বিজয়॥ ২৫

একটী গৌর পদ।

গৌর আমার করুণার সিন্ধুরে।
বিধি বিষ্ণু হরে, সদা বাঞ্ছা করে,
যে সিন্ধুর এক বিন্দু রে॥ ধ্রু॥

নাম সংকীর্ত্তন, 'কলকল ধ্বনি,'
অবনী ভরল তায় রে।

আনন্দ বাতাসে, নিতাই তরঙ্গ,
গর্জ্জন, অদ্বৈত রায় রে!!

করুণা প্লাবনে, ভুবন ভাসিল,
নাশিল কলুষ কালী রে!

পরশ পাইয়া, স্থাবর জঙ্গম,
নাচে দিয়া করতালি রে॥

রসিক ডুবারু, ডুবিয়ে ডুবিয়ে,
তুলিয়ে রতন মণি রে।

দীন হীন দেখি, করিতেছে দান,
কাঙ্গাল হইল ধনী রে॥

ভাবের জোয়ারে, রাগের গরিমা,
নিরখি নয়ন ভুলে রে।

সে রূপ পাথারে, কেহবা সাঁতারে,
কেহবা দাঁড়ায়ে কুলে রে॥

পতিত পাষণ্ড, সকলি ডুবিল,
ডুবিল ভকত মীন রে।

করম বিপাকে, করুণা কিঞ্চিতে,
বঞ্চিত বিজয় দীন রে॥ ২৬॥

ভাবনিধি গৌরাঙ্গ।

ভাবনিধি গোরা হৃদে ভাবের লহরী।
কত যে উঠিছে হায়! দিবস সর্ব্বরী॥
সুরধুনী ধারা যেন নয়নের বারি।
মুরছি মুরছি পড়ে পূরব সমরি॥
পদাধর পানে চাহি আকুল কাঁদিয়া।
নিজ অঙ্গ কান্তি হেরে অনিমিক হৈয়া॥
ধূলায় ধূসর অঙ্গ, যায় গড়াগড়ি।
দু'বাহু তুলিয়া পঁহু বলে হরি হরি॥
বরজ বরজ বলি উঠে শিহরিয়া।
কি পাবে? ভাবের ওর বিজয় ভাবিয়া॥২৭

——০——

শ্রীগৌরাঙ্গের ভাবান্তর পদ।

(শচীর উক্তি।)

কেন বা গোরার চিত্ত হইল এমন।
বিরলে বসিয়া কান্দে, হিয়া ধৈর্য্য নাহি বান্ধে
অঝোরে ঝুরিছে দু'নয়ন॥
অধোমুখে অনিমিখে,
কর নখে ভূমি লিখে,
কার দিকে না চায় ফিরিয়া।
বিষ্ণুপ্রিয়া কাছে গেলে,
না চায় নয়ন তুলে,
ইতি উতি ধায় নড় দিয়া॥

না শুনে মায়ের কথা,
শচীর দারুণ ব্যথা,
পুত্রের এ ভাব দরশনে।
কান্দিয়া বিজয় বলে,
শচীর চরণ তলে,
গোরাকে রাখিও সাবধানে॥ ২৮॥

শ্রীগৌরাঙ্গের ভাবান্তর দর্শনে
(শচীর উক্তি।)

(আমার) গোরা কেন হইল এমন।
চাঁদ মুখে নাহি হাসি,
অবনত মুখে বসি,
অবিরত করয়ে রোদন॥
শ্রীবাসাদি ভক্ত সঙ্গে,
ভাসিয়ে প্রেম তরঙ্গে,
আর নাহি করে সংকীর্ত্তন।
ঊর্দ্ধে দুই বাহু তুলি,
হরি হরি হরি বলি,
গঙ্গা-তীরে না করে ভ্রমণ॥
নাহি যায় গঙ্গা-স্নানে,
নাহি বসে পূজা ধ্যানে,
নাহি আর লোক ব্যবহার।
হেন বুঝি লয় মনে,
ভাবিছে বিজয় দীনে,
শীঘ্র গোরা ছাড়িবে সংসার॥ ২৯

শচীর সংকীর্ত্তন দর্শন

শ্রীবাস অঙ্গণে নাচিছে গোরা।
স্বরজ বিলাস রস-বিভোরা ॥
আড়ালে থাকিয়া দেখিছে আই।
ভকত বেষ্টিত চাঁদ নিমাই ॥
প্রেমের পরভা ফলিত মুখ।
নিরখি মায়ের কতই সুখ ॥
দূরে গেল যত পূরব দুখ।
বাৎসল্যে ভরিয়া উঠিল বুক ॥
পরাণ নিমাই কীর্ত্তনে নাচে।
জননী বদন চাহিয়া আছে ॥
নয়ন দুইটি নিমিষ হারা।
অচল সচল নয়ন তারা ॥
পুলকে পূর্ণিত সকল কায়।
নাচিছে নিমাই দেখিছে মায় ॥
নিমাই ভাবিয়া বিরস রাণী।
না সরে বদনে একটি বাণী ॥
চিত্রের পুতুলী দাঁড়ায়ে দূরে।
বয়ান ভিজিছে নয়ান লোরে ॥
আমার তনয় এই নিমাই।
এ কথা শচীর মনেতে নাই ॥
ভাবিছে নিমাই মানুষ নয়।
মানুষে এ ভাব কভু কি হয় ?

ভূলোকে আসিছে গোলোক ধন।
এমতি হয়েছে মায়ের মন॥
ঐশ্বর্য্য আসিয়া বাৎসল্য নাশে।
আবার বাৎসল্য ফিরিয়া আসে॥
দেখিছে রাণী পরাণ গোরা।
অরুণ নয়নে বরুণ ধারা॥
বদনে বলিছে কেবলি হরি।
ধূলায় পড়িয়া দিতেছে গড়ি॥
কখন ধূলায় পড়িয়া লুটে।
লাফিয়া ঝাপিয়া কাঁপিয়া উঠে॥
তরাস হইল শচীর মনে।
হারাবে বলিয়া নিমাই ধনে॥
শচীর ভাবনা ভাবিয়া হৃদে।
বিজয় কাঁদিছে মনের খেদে॥ ৩০ ॥

শ্রীশ্রীগৌর গীতিকা।

" বৃন্দাবন বিলাসিনী
রাই আমাদের " সুর।

জগমন মোহনীয়া গৌর আমাদের।
গৌর আমাদের, গৌর আমাদের,
আমরা গৌরের, গৌর আমাদের॥
কনক কেতকী জিনি অঙ্গের কিরণ।

পরকীয় রসে মাখা বাঁকা দু'নয়ন॥
দেখলে পাগল হয় মন॥
পদনখে পড়িয়াছে কোটি সুধাকর।
মদন মোহন রূপ, বদন সুন্দর॥
গৌর রূপের সাগর॥
শ্রীগৌরাঙ্গ রূপ-সাগরে, যত পুরুস নারী।
মীনের মত ডুবে আছে আপনা পাসরি॥
রূপের কি মাধুরী!!
প্রেমের ঠাকুর গৌর দিল প্রেমে জগৎ ভরি।
কত সোণার মানুষ ধূলায় পড়ে দিচ্ছে গড়াগড়ি॥
বলে হরি হরি॥
তন্ত্র—মন্ত্র যাহা কিছু ছিল কলি কালে।
গৌরচাঁদ উড়ায়ে দিল খোলে করতালে॥
কেবল হরি বলে॥
যারে দেখে তারে বলে বল্‌রে একবার হরি।
ভব-সাগরে পার করিব চাইনা পারের কড়ি॥
এস শীঘ্র করি॥
গৌর-চান্দের আজব লীলা বড় চমৎকার।
পতিত পাষণ্ড যত সব হইল পার॥
বাকি রৈলনা আর॥
গৌর-প্রেমে পাগল হৈয়া গেল জীবের জাত।
ব্রাহ্মণে কাড়িয়া খাইল মুচির পাতের ভাত॥
মিটে গেল্ সকল উৎপাত॥
গৌর-প্রেম-সাগরে ভাস্‌ল জীবের জীবন-তরী।

করুণা বাতাসে উঠল আনন্দ লহরী॥
আহা মরি মরি॥
তরঙ্গে পড়িয়ে তরী হেলে দোলে যায়।
মাঝখানে মন্ প্রাণ ভরিয়ে নামের সারি গায়॥
কি মজা গৌর লীলায়॥
শূদ্র, ভদ্র, ক্ষুদ্র কিবা রাজা রাজ্যেশ্বরে।
সমান সমান করে দিল গৌর নামের জোরে॥
গৌর কি না করে॥
নবদ্বীপে নূতন লীলা, তুলনা তার কি?
ডঙ্কা মেরে চলে গেল কলির পাতকী॥
শুধু বিজয় বাকি॥



শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ।

নিতাই গৌরাঙ্গ আমার বলাই কানাই গো
বলাই কানাই।
জীবে দিতে হরিনাম, ত্যজিয়ে গোলোক ধাম,
নদীয়া আইলা দু'টী ভাই॥
নিতাই গৌরাঙ্গ মোর, করুণা নিধান গো,
করুণা নিধান।
দেখিয়া জীবের দুঃখ, ভুলি আপন সুখ,
দীন বেশে প্রেম কৈলা দান॥
নিতাই গৌরাঙ্গ মোর, জগতে অতুল গো,
জগতে অতুল।

যে মারে মাথায় বাড়ি, তারেও করুণা করি,
যতনে ধরিয়া দেয় কোল॥
নিতাই গৌরাঙ্গ মোর, পর-হিতকারী গো,
পর-হিতকারী।
ভক্তগণ লয়ে সাথে, প্রেমের পসরা মাথে,
বিলাইতে যায় বাড়ী বাড়ী॥
নিতাই গৌরাঙ্গ মোর, সোণার পুতুল গো,
সোণার পুতুল।
প্রেম ভরে নৃত্য করে, বচনে অমিয়াক্ষরে,
কর-পদতল পদ্মফুল॥
নিতাই গৌরাঙ্গ মোর, রসের নিলয় গো,
রসের নিলয়॥
রসের চাহনি দিয়া, ব্রজরস মিশাইয়া,
নীরসে সরস করি লয়॥
নিতাই গৌরাঙ্গ মোর, কাঙ্গালের বন্ধু গো,
কাঙ্গালের বন্ধু।
লোকে যারে ঘৃণা করে, নিতাই সাপুটী ধরে,
কোলে করে গোরা গুণসিন্ধু॥
নিতাই গৌরাঙ্গ মোর, প্রেমের ঠাকুর গো,
প্রেমের ঠাকুর।
আনিয়া প্রেমের বন্যা, ধরণী করিল ধন্যা,
কলির কলুষ কৈল দূর॥
নিতাই গৌরাঙ্গ মোর, বড়ই চতুর গো,
বড়ই চতুর।

ছাড়ি নিজ ঠাকুরালী, হ'য়ে পথের কাঙ্গালী,
উদ্ধারিলা অধম আতুর ॥
নিতাই গৌরাঙ্গ মোর, পাপীর পরাণ গো,
পাপীর পরাণ।
ভাবিছে বিজয় দীনে, নিতাই গৌরাঙ্গ বিনে,
কলির কল্যাণ নাহি আন॥ ৩২ ॥

শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্র।

নদীয়া নগরে নাটুয়া সাজে
নটন রঙ্গীয়া গৌরাঙ্গ সাজে।
মণির মঞ্জীর চরণে রাজে
নর্ত্তনে মধুর মধুর বাজে।

কিরণ তপত কনক জিনি
নবনী কোমল শরীর খানি।
অরুণ বরণ চরণ পাণি
ভ্রমর সন্তাষে সরোজ মানি।

শোভিত সুন্দর রসের গোরা
রসময়ী রাধা-রস বিভোরা।
রসে ডুবডুব নয়ন তারা
তনু মন প্রাণ, রসের গড়া

রসের বদনে রসের কথা।
সুধাকর সুধা ঝরিছে যথা॥
রস নিসেবনে নয়ন রাঁতা।
রসের পরাণ রসেতে মাতা॥

কলির কলুষ করিছে নাশ।
গৌড়োদয়ে, গৌরচন্দ্র বিকাশ॥
গৌরাঙ্গ চরণে যাঁহার আশ।
বিজয় তাঁহার দাসের দাস॥ ৩৩॥

গৌর গীত।

জয় গৌর নিতানন্দ, বলে কর আনন্দ,
নিরানন্দে থেকে কার্য্য নাই।
হরিনাম দিতে, জীব নিস্তারিতে,
নদে' এল' গৌর-নিতাই।
সঙ্গে করি ভক্তগণ, প্রেমে হয়ে নিমগন,
সংকীর্ত্তন, করিছে সদাই।
ঘরে ঘরে প্রেমধন, করিতেছে বিতরণ,
পতিত পাবন দু'টি ভাই॥
ঘোর কলিকাল হৈল ধন্য, অবতীর্ণ শ্রীচৈতন্য,
পুরাণে প্রমাণে শুন্তে পাই।
পাপী তাপী যত, উদ্ধারিল কত,
তার সাক্ষী জগাই আর মাধাই॥

কেন্দে কাঙ্গাল বিজয় বলে, পড়িয়া চরণ তলে,
হরি বলে আয় সকলে ভাই।
করোনা আর দেরী, লয়ে নামের তরী,
কাণ্ডারী সেজেছে নিতাই ॥ ৩৪ ॥

ফুলদোলে গৌরাঙ্গ।

বৈশাখী পূর্ণিমা, কি তাঁর উপমা!
সুষমা রঞ্জিত রাতি।
গগন প্রাঙ্গণে তারা-বধু সনে,
উদয় তারকা পতি॥
সুধা ধবলিতা, প্রকৃতি সুন্দরী,
চাঁদনী মাখিয়া গায়।
কুসুম স্তবক, লবঙ্গ লতিকা,
দোলিছে মৃদুল বায়॥
ভ্রমর ভ্রমরী, গুণ্ গুণ্ করি,
সুখের সঙ্গীত গায়।
ফুল্ল ফুলদলে, বসি কুতূহলে,
মনোমত মধু খায়॥
চকোরী চকোর, সুধা পানে ভোর,
উড়িয়া ঘুরিয়া ফিরে।
এহেন সময়, শচীর তনয়,
আইলা জাহ্নবী তীরে॥

নদীয়া নাগর, রসের সাগর,
ভ্রময়ে ভকত সনে।
কুসুম কানন, করি দরশন,
পূরব পড়িল মনে॥
মন গরগর, অথির অন্তর,
পুলকে পূরিল দেহ।
মৃদু মন্দ হাস, লহু লহু ভাষ,
ভাবিয়া বরঙ্গ লেহ॥
অন্তরঙ্গগণ, লখিয়া ঐছন,
বুঝিয়া ভাবের গতি।
তুলি নানা ফুল, করে ফুলদোল
লইয়ে অখিল পতি॥
পুঞ্জ পুঞ্জ ফুলে, কুসুমের কুঞ্জ,
মঞ্জুল মালঞ্চ মাঝে।
সাজায় সকলে, অতি কুতূহলে,
জাতি যূথী গন্ধরাজে॥
মল্লিকা মালতী, ফুল নানা জাতি,
সৌরভে মাতায় মন।
ফুলের আসনে, শ্রীশচী-নন্দনে,
বসায় ভকতগণ॥
ফুলের ভূষণে, আর কতজনে,
সাজায় গৌরাঙ্গ চাঁদে।
অখিল ভুবন, নিরখি তখন,
পড়িল রূপের ফাঁদে॥

গোরা-তনু-মন, রসে নিমগন,
পূরব ভাবিয়া হায়।
বঙ্কিম নয়নে, গদাধর পানে,
ফিরিয়া ফিরিয়া চায়॥
প্রিয় গদাধর, বুঝিয়া অন্তর,
বসিল আসিয়া বামে।
কাঙ্গাল বিজয়, বলে জয় জয়,
বরজ নদীয়া ধামে॥ ৩৫॥

শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্র

জয় জয় গৌরচন্দ্র, জয় বিশ্বম্ভর।
আনন্দ বিগ্রহ জয় প্রভু সর্ব্বেশ্বর॥
সর্ব্বৈশ্বর্য্য পূর্ণ, সর্ব্ব মাধুর্য্যের সার।
জয় জয় ভুবন পাবন অবতার॥
কলি কলুষ কুঞ্জর বিনাশ কারণ।
অবতীর্ণ গৌরসিংহ, নদীয়া ভুবন॥
নবনী কোমল কায় অতি নিরমল।
গলিত কাঞ্চন কান্তি, করে ঝলমল॥
বদন চাঁদের ছাঁদে, দশদিক আলো।
কুঞ্চিত কুন্তল দাম, গাঢ় কৃষ্ণ কালো॥
ললাটে শোভিত কিবা, চন্দনের বিন্দু।
সুবর্ণ ফলকে যথা, পূর্ণিমার ইন্দু॥

আকর্ণ বিস্তৃত আঁখি অনঙ্গ মোহন।
করুণা কটাক্ষ পূর্ণ, চারু দরশন॥
খগ-চঞ্চু জিনি কিবা, নাসিকা সুন্দর।
হিঙ্গুল মণ্ডিত কর-পদ-তল ওষ্ঠাধর॥
দশন মুকুতা পাঁতি, সিন্দুরেতে মাজা।
ভ্রূযুগ কামের কার্ম্মুক, সংযোজিত জ্যা॥
আজানু-লম্বিত ভুজ, রাম রম্ভা উরু।
পরিসর বক্ষ, কটি অতিশয় সরু॥
চম্পক কলিকা হেন, শ্রীকর পল্লব।
ঝকমক করে তাহে নখমণি সব॥
মনোমোদ কম্বুকণ্ঠ মধুর বচন।
রসময় তনু শ্রী কীর্ত্তন পরায়ণ॥
সুরধুনী তীরে গোরা নাচিয়া বেড়ায়।
দরশে পরশে কত পাষাণ মিলায়॥
সর্ব্ব জীবে সম দয়া নাহি আত্ম পর।
প্রেমের পুতুল মোর নদীয়া নাগর॥
রাধিকার ভাব কান্তি বিলাস বিভোর।
কি পুরুষ কিবা নারী সর্ব্ব চিত্ত চোর॥
প্রেমধর্ম্ম প্রবর্ত্তক, নর্ত্তক সুধীর।
পাপ তমো বিনাশক শ্রীগৌর মিহির॥
কলি কবলিত জীবে, করিতে উদ্ধার।
সাঙ্গোপাঙ্গ সঙ্গেতে নদীয়া অবতার॥
অগতির গতি গৌর দুর্ব্বলের বল।
বিজয় বলিছে ভাই! হরি হরি বল॥ ৩৬॥

গৌররূপ।

কিবা, কনক কুমুদ কায়ার কাঁতি।
কিবা, বিজুরী বিজয়ী বরণ ভাঁতি॥
কিবা, কুঞ্চিত কুন্তলে কুসুম দাম।
কিবা, মদনমোহন বদন ঠাম॥
কিবা, ললাট ফলকে চন্দন বিন্দু।
জিনিয়া শারদ পূর্ণিমা ইন্দু॥
কিবা, কামের কার্ম্মুক ভ্রূযুগ শোভা।
পুরুষ যোষিত লোচন লোভা॥
কিবা, অরুণ নয়নে করুণ দৃষ্টি।
তরুণ রাগের বরুণ বৃষ্টি॥
কিবা, নাসা তিল ফুলে জগত ভুলে।
তাহাতে মাতঙ্গ মুকুতা দোলে॥
কিবা, ওষ্ঠাধর চারু বান্ধুলী বর্ণ।
কিবা, কনক কুণ্ডলে শোভিত কর্ণ॥
কিবা, সুচারু বদনে মধুর হাস।
কিবা, মধুর মধুর মধুর ভাষ।
কিবা, কুন্দ বিনিন্দিত দশন পাঁতি।
কে যেন রাখিছে সূতায় গাঁথি॥
কিবা কম্বুকণ্ঠখানি মনোমোদ অতি।
নিরখি মূরছে, মদন রতি॥
কিবা, আজানু-লম্বিত শ্রীভুজদ্বয়।
তাহাতে সোণার তার বলয়॥

কিবা, শ্রীকর-পল্লব চাঁপার কলি।
চাঁদের শিশু, নখমণিগুলি ॥
কিবা, কর-পদ-তল জিনি ভূ-পদ্ম।
ফুটিয়া রহিছে যেমন অদ্ম ॥
কিবা, পরিসর বক্ষে চন্দন সার।
আরো কত কত কুসুম হার ॥
কিবা, সূক্ষ্ম যজ্ঞসূত্র শোভিত গলে।
কিবা, রতন পাদুকা চরণ তলে।
কিবা, হরি কটি জিনি সরুয়া কটি।
জগতে এমন আছেবা ক'টি ॥
তাহাতে কনক কিঙ্কিণী সাজে।
কীর্ত্তনে নর্ত্তনে মধুর বাজে ॥
কিবা, ত্রিকচ্ছ কৈশেয় বসন শোভা।
সুরাসুর মুনি মানস লোভা ॥
কিবা, অতুল রাতুল চরণ যুগ।
ভাবিলে থাকেনা ভবের রোগ ॥
মণির মঞ্জীর দু'গাছি পায়।
কাঙ্গাল বিজয় দেখিতে চায় ॥৩৭ ॥

ভাবোচ্ছ্বাস।

কে তুমি ? সোণার বরণ, দুইখানি বাহু,
তুলিয়া বলিছ হরি।

ভাবের আবেশে, ধূলায় পড়িয়া,
কখন দিতেছ গড়ি॥
জাহ্নবী যমুনা, নয়নে ঝরিছে,
পুলকে পূর্ণিত অঙ্গ।
মধুর নাচিয়া, হাসিয়া কাঁদিয়া,
করিতেছ কত রঙ্গ॥
যে দেখি তোমার, ভাবের বিকার,
এ যেন কাহার লেহ।
নর্তনে কীর্তনে, না দেও বিরাম,
অবসাদ হীন দেহ॥
কত শত শত, ভকত চৌদিকে,
আনন্দে অধীর সবে।
কেহ বলে "ভাই! এই হয়ে গেল,
আর কি এমন হবে?"
বাজিছে রসাল, কাংস করতাল,
কত মধুর মৃদঙ্গ।
অপার্থিব প্রেম, রসের তরঙ্গে,
ভাসিতেছে জনসঙ্ঘ॥
সংকীর্ত্তন লয়ে, তুমিত বড়ই—
আনন্দে আছো?
এই ভাবে মোর, হৃদয় প্রাঙ্গণে,
ক্ষণেক নাচহে নাচো॥ ৩৮॥

করুণাবতার।

শ্রীশচী-নন্দন গোরা।

বরজ বধুর, উজ্জ্বল মধুর,
মধুর রস বিভোরা ॥

সুরাসুর নর, গন্ধর্ব্ব কিন্নর,
সর্ব্ব চিত্ত হর হরি।

পরম রতন, কথই কাঞ্চন,
পতিতে পরশ করি !!

দীন দুরবল, অনাথ সকল,
করুণায় করি কোলে,

সিঞ্চি নেত্রজল, বলে "হরিবল"
মধুর মধুর বোলে।

কলিযুগ পাপ,— তাপ-তমোহারী,
নদীয়া নাগর রাজে।

কতদিনে হায়, কাঙ্গাল বিজয়,
বাঁধিবে হৃদয় মাঝে ॥ ৩৭ ॥

ন্দ্র ।

নদীয়া নগরে নাগর গোরা।
বরজ-বিলাস-রস-বিভোরা ॥
ভাবের তরঙ্গে সদাই ভাসে।
অথির পরাণে কাঁদিয়া হাসে ॥

কখন ধূলায় পড়িয়া লুটে।
কাঁপিয়া লাফিয়া আবার উঠে॥
গদাধর পানে সঘনে চায়।
তাঁরে যেন কারে, দেখিতে পায়॥
অভিনয় করে বরজ লীলা।
দরশে দরবে বজর শীলা॥
নয়নে গলয়ে শাঙন ধারা।
বদনে বলয়ে শুধুই "রা রা"॥
কাঁদিয়া কাঁদিয়া ক্ষণেক হাসে।
মনুজ মানস-কলুষ নাশে॥
নটন রঙ্গীয়া কীর্ত্তন রঙ্গে।
বিভোর সতত ভকত সঙ্গে॥
নিখিল ভুবন মোহন রূপ।
উজ্জ্বল মধুর রসের কূপ॥
বিদ্যুত বিজয়ী বরণ খানি।
অরুণ বরণ চরণ পাণি॥
বদন কমল, দশন কুন্দ।
অধর বান্ধুলী কিবা সুনন্দ॥
গলায় লম্বিত কুসুম হার।
ত্রিলোকে মিলেনা তুলনা তার॥
মণির মঞ্জীর চরণে রাজে।
নর্ত্তনে মধুর মধুর বাজে॥
পুরুষ যোষিত পরাণ চোরা।

নদীয়া নগরে রসের গোরা ॥
এহেন গৌরাঙ্গ মিলিবে কবে।
বিজয় ভাবিয়া বিবশ তবে॥ ৪০ ॥

গৌরানুরাগ।

(নাগরী-উক্তি।)

দেখলো! সজনি!! গোরা দ্বিজমণি,
সুরধুনী তীরে, কি খেলা খেলায়।
দু'টি বাহু তু'লে, হরি হরি বলে,
'ধা' বলিয়া কভু ধরণী লুটায় ॥
করুণ চাহনি, নয়ন অরুণ,
বদন বাহিয়া বহিছে বরুণ,
কাঁদে আর হাসে, আধো আধো ভাষে,
কি রসে সে ভাসে, কে বুঝিবে হায় ॥
ভাবের তরঙ্গে, অঙ্গে নাহি বল,
তবু নহে স্থির, সতত চঞ্চল,
কিবা অনুরাগে, না জানি কি মাগে,
যার তার আগে, কর জোড়ে রয় ॥
ক্ষণে ক্ষণে নিজ অঙ্গ নেহারিয়া,
আকুল পরাণে, উঠে শিহরিয়া,
কারে যেন চায়, চারি পানে চায়,
চায় চায় আবার, ইতি উথি ধায় ॥

স্বেদসিক্ত তনু, থরথরি কাঁপে,
সুরক্ত অধর, দশনেতে চাপে,
দশনে দশনে, ঘন ঘরষণে,
গারক্ত নয়নে, একদিঠে চায়॥
বলিছে বিজয়, শুন সুবদনী,
প্রেমের পাগল, গোরা দ্বিজমণি,
বরজের ভাবে, ব্রজভাবে ভাবে,
সে ভাব অভাবে কাঁদে গৌররায়॥ ৪১

শ্রীশ্রীগৌর-চন্দ্র।

(নাগরী উক্তি।)

নবীন কিশোর গোরা, নিখিলের চিত্ত চোরা,
নদীয়া নগরে পরকাশ।
রূপে গুণে অনুপম, সমতায় নাহি সম,
ভুবন ভরিয়া প্রেমোল্লাস॥
জয় জয় চারি পাশে, জগত আনন্দে ভাসে,
প্রাণ ভরি গোরা মুখ চায়।
কি কব সে গোরা-রূপ, পীরিতি রসের কূপ,
যে রূপে মদন মূরছায়॥
না জানি কেমন বিধি, গড়িয়াছে গোরানিধি,
কোন্ ছাঁচে, কত সোণা দিয়া।
কি পুরুষ কিবা নারী, ধৈরজ ধরিতে নারি,

সে চাঁদ বদন নিরখিয়া॥
সই! গোরা অনুরাগে মনু-মনু।
কতনা অমিয়া দিয়া, প্রেমরস মিশাইয়া,
বিধাতা গড়িল গোরা তনু॥
সরস দরশে তার, আঁখি ঝুরে অনিবার,
পরশেতে পরাণ জুড়ায়।
যে দেখি নাটুয়া ছাঁদ, ঘটাইবে পরমাদ,
কামিনীর কূল রাখা দায়॥
যদিবা ঘুমায়ে থাকি, স্বপনে গৌরাঙ্গ দেখি,
একি মোর হইল জঞ্জাল।
কহিবার কথা নয়, কহিতেও করে ভয়,
ঘরে আছে গুরুজন কাল॥
গুপতে রাখিব কত, কূলের ধরম যত,
হত হবে গোরা অনুরাগে।
কাঙ্গাল বিজয় বলে পড়িয়া চরণ তলে,
এমতি আমার মনে লাগে॥ ৪২॥

গৌরানুরাগ।

নাগরী উক্তি।

সই! সকলি কহিছে গোরা!
রসের নাগর, গুণের সাগর,
পিরীতি পীযূষে পূরা॥

কষিত কাঞ্চন, অঙ্গের কিরণ,
ভুবন মোহন রূপ।
প্রতি অঙ্গ শোভা, জগমন লোভা,
কেবলি রসের কূপ॥
চাচর চিকুর, শোভিছে সুন্দর,
মালতী কুসুমে ঘেরা।
অতুল রাতুল, চরণ যুগল,
মণির মঞ্জীরে বেড়া॥
শ্রীঅঙ্গ ছটায়, ভুবন ভুলায়,
আনন্দ রতন খনি।
কত কোটি চাঁদে, পদে পড়ি কাঁদে,
নিরখি নখর-মণি।
শুনিয়া শ্রবণে, লখিতে নয়নে,
পরাণে পড়িল টান।
কলসী লইয়া, ছুটিনু ধাইয়া,
করিয়া জলের ভান॥
গুরুজন ভয়, কি জানি কি হয়,
সঘনে কাঁপিছে কায়।
চলিতে চরণ, চলেনা যেমন,
কিছুই না মনে ভায়॥
পালটি ফিরিতে, নাহি মানে চিতে,
ভাবিতে ভাবিতে যাই।
পহিল দরশ, এমনি সরস,

আমি যেন, আমি নাই !!

জাহ্নবীর তটে, যেন চিত্রপটে,
হেরিনু নাগর বরে।
চাহিতে তা, পানে, কি হ'ল তখনে,
তাহা কি বুঝিবে পরে ?
সেই হ'তে সখি, যে দিকে নিরখি,
কেবলি গৌরাঙ্গময়।
কাঙ্গাল বিজয়, কহিছে নিশ্চয়,
এমতি হইলে হয় ॥ ৪৩ ॥

গৌরানুরাগ

(নাগরী-উক্তি।)

যে অবধি, সখি ! শ্রবণে শুনিছি,
"গোরা" এ' আখর দুই !
সে অবধি মনে, সোয়াথ না পাই,
বাউরী হইছি মুঞি ॥
কতনা অমিয়া, প্রেমরস দিয়া,
গঠিত এ, গোরা-নাম।
নামে এত মধু, মূরতি বা তাঁর,
না জানি কত সুঠাম ॥
হিয়ার মাঝারে, উজোল আখরে,
লেখা যেন,—গোরা-গোরা।

মুছিলে মুছেনা, ঘুচাতে ঘুচেনা,
সারাটা পরাণ যুড়া ॥
কি হৈল বিয়াধি, না মিলে ঔষধি,
দরশ পিয়াসে মরি।
একে কুলবধূ, ঘরে গুরুজন,
বল কি উপায় করি ॥
চারিদিক্ হ'তে, সদা মোর কাণে,
আসে যেন গোরা গোরা।
গোরা অনুরাগ, আগুণে আমার,
পরাণটা পোড়া পোড়া ॥
শুন প্রাণসখি, হব তাঁর দাসী,
যে দেখাবে গোরা-চাঁদে।
কাঙ্গাল বিজয়, অনুমানে কয়,
ঠেকিছ পিরীতি ফাঁদে ॥ ৪৪ ॥

গৌরানুরাগ।

(নাগরী-উক্তি।)

যে হ'তে দেখিছি, সুরধুনী ঘাটে,
নবীন নাটুয়া রূপ।
সে হইতে আর, আমি কি আমার,
ধরম করম লোপ !!
যেমতি নামটী, তেমতি মূরতি,

পিরীতি পীযূষে পূরা।
যে দিকেতে চাই, আর কিছু নাই,
ভুবন ভরিয়া গোরা॥
নয়নে কি ছানি, লাগিল সজনি,
এমনি হইছে মোর।
গোরাময় সব হয় অনুভব,
চিনিনা আপন পর॥
গোরা গোরা করি, যারে তারে ধরি,
সকলে পাগলী কয়।
কতনা যাতনা, দেয় গুরুজনা,
কিছুতেই কিছু নয়॥
যদি দুই আঁখি, বুজাইয়া রাখি,
তবু দেখি সেই গোরা।
ঘুমাইলে গোরা, জাগরণে গোরা,
গোরা কি ভুবন যুড়া?
আগে যদি জানি, এমতি হইবে,
তবে কি তাঁহাকে দেখি।
শুনিয়া দেখিছি, দেখিয়া মরিছি,
বিষম বিপাকে ঠেকি॥
গোরা নটরায়, সতত আমায়,
পরাণ ধরিয়া টানে।
কাঙ্গাল বিজয়, অনুমানে কয়,
গোরা কি মোহিনী জানে॥ ৪৫॥

গৌরানুরাগ।

(নাগরী-উক্তি)

সই! গোরা রূপে হরল গেয়ান।
না জানি কেমন বিধি, গড়িয়াছে গোরানিধি,
নাশিতে নারীর কূলমান॥
চাঁচর চিকুরদাম, নিরখি মূরছে কাম,
তাহে কত, মালতীর ফুল।
সুন্দর সৌরভ পেয়ে, মধু লোভে ধেয়ে ধেয়ে,
পুঞ্জে পুঞ্জে গুঞ্জে অলিকূল॥
কষিত কাঞ্চন কাঁতি, বরণ বিজুরী ভাতি,
কুসুম কোমল কলেবর।
বদন শারদ ইন্দু, ললাটে চন্দন বিন্দু,
কমল নয়নে কাম-শর॥
একবার নিরখিলে, নিখিল ভুবন ভুলে,
এমনি সুন্দর যোড়া ভুরু।
কামের কার্ম্মুকখানি, কে যেন রাখিল আনি,
আঁখির উপর করি সরু॥
কামিনীর কূলনাশা, তিল ফুল জিনি নাসা,
মুকুতা জিনিয়া দন্ত পাঁতি।
ফুটন্ত বান্ধুলী জিনি, ওষ্ঠাধর দুইখানি,
কম্বু কণ্ঠ মনোমোদ অতি॥
কর, কটি, নাভি, পদ, অতি শোভার সম্পদ,
তুলনা করিতে তুল্য নাই।

মণির মঞ্জীর পায়, মরি কিবা শোভা পায়,
নখমণি বলিহারি যাই ॥
মনে কয় দাসী হই, সতত চরণে রই,
গোরা-রূপে মজাইয়া মন।
ধন জন গৃহবাস, হ'ক মোর সর্ব্বনাশ,
যদি পাই গোরা হেন ধন ॥
কাঙ্গাল বিজয় ভণে, হেন ভাব যাঁর মনে,
তাঁহার দাসীর যে বা দাসী।
তাঁর দাসী কোন কালে, হয়ে যেন গৌর বলে,
সেবা সুখ সিন্ধু মাঝে ভাসি ॥ ৪৬ ॥

গৌরানুরাগ।

(নাগরী-উক্তি।)

সই! কে বলে গৌরাঙ্গ ভাল?
বাহিরে উঁহার, সোণার বরণ,
ভিতরে কেবলি কালো ॥
বাহিরে গৌরাঙ্গ, সরল সুন্দর,
পটেতে যেমন আঁকা।
ভিতর চাহিয়া, দেখিছ কি তার?
ভিতরে তিনটি বাঁকা ॥
বাহিরে গৌরাঙ্গ, সাধু সুপণ্ডিত,
সাত্ত্বিক ভাবেতে ভোর।

ভিতর খুঁজিলে, বুঝিতে পারিবে,
এঁ বড় দারুণ চোর॥
বাহিরের ভাব, পরের রমণী,
নাচায় নয়ন কোণে।
ভিতরে উঁহার, পরাণ কাঁদিছে,
শুধু পরবধূ গুণে॥
বাহিরে দেখিছ, পুরুষ লক্ষণ,
সকলে পুরুষ কয়।
পুরুষ হইয়া, প্রকৃতির ভাবে,
ভিতরে প্রকৃতিময়॥
বাহিরে দেখিছ, ব্রাহ্মণ লক্ষণ,
ব্রাহ্মণ্য ধরম ভূপ।
মোর মনে কয়, ব্রাহ্মণতো নয়,
ভিতরে যেমন গোপ॥
গোরা কিসে ভাল সই?
ভালর লক্ষণ, কি আছে এমন,
শুন তাঁর গুণ কই॥
রমণীর রঙ্গে, রঙ্গাইয়া অঙ্গে,
ভাবের তরঙ্গে ভাসে।
পাগলের প্রায়, ইতি উতি ধায়,
কাঁদিয়া কাঁদিয়া হাসে॥
আপনি পাগল, বলি হরি বোল,
লোকেরে পাগল করে।

কি পুরুষ নারী, পাছু না বিচারি,
পাগল হইয়া মরে ॥
জাতি কূল মান, সকল বিনাশে,
ভুলায় বিষয় সুখ।
কূলের কামিনী, করে উন্মাদিনী,
দেখায়ে সুন্দর মুখ ॥
দরিদ্র ব্রাহ্মণ, নদের শ্রীধর,
থোর মোচা বেচি খায়।
জোর করি তার, দোকান লুটিয়া,
বিনামূলে নিতে চায় ॥
পাড়ায় পাড়ায়, ঘুরিয়া বেড়ায়,
সকলে পাগল কয়।
বিষ্ণুর আসনে, বসে বা কখনে,
আপনে শ্রীবিষ্ণু হয় ॥
পড়াইতে যায়, কি জানি পড়ায়,
ব্যাকরণ,ব্যাখ্যা সূত্র।
এক অর্থ ছাড়ি, আর অর্থ করে,
বুঝায় শ্রীকৃষ্ণ মাত্র ॥
বিষ্ণুপ্রিয়া পানে, নয়নের কোণে,
ফিরিয়া নাহিক চায়।
বায়ুর বিকারে, যা, ইচ্ছা তা, করে,
মানুষ মারিতে যায় ॥
হ'য়ে আত্মহারা, করে "রারা, রারা",

'ধা' বলিয়া ভূমে পড়ে।
ভাগ্যে বাঁচে প্রাণ, প্রাণের সমান,
নিতাই ধাইয়া ধরে॥
দেশে অধিকার, যবন রাজার,
তারে নাহি করে ভয়।
অধম চণ্ডাল, কিছু নাহি বাছে,
টানিয়া কোলেতে লয়॥
কাঙ্গাল বিজয়, করযোড়ে কয়,
শুন শুন সুবদনি।
যা বলিছ তুমি, সব পরমাণ,
গোরা গুণ রস খনি॥ ৪৭॥

গৌরানুরাগ।

(নাগরী-উক্তি।)

সই! গোরা কি করিল মোরে!
গোরা গোরা করি, দিন রাত মরি,
কেনবা পরাণ পোড়ে!!
আমার যেমন, জ্বলিছে পুড়িছে,
তার তো, তেমন নয়।
তেমন হইলে, সে কিগো এখন,
এতটা দূরেতে রয়?
মনে করি দেখি, জুড়াইব আঁখি,

দেখাতো বিষম দায়।
না হইতে দেখা, সে হয় অদেখা,
বিজুলী রেখার প্রায়॥
মনে করি ধরি, হিয়া মাঝে পূরি,
আশাতে বাড়াই কর।
এই ধরি ধরি, কোথা যায় সরি,
বৃথাই প্রয়াস মোর॥
অন্তর জানিয়া, অন্তরে যে থাকে,
এ বড় দারুণ কষ্ট।
না পাইনু গোরা, তেয়াগিনু ঘর,
দু'কূল হইল নষ্ট॥
কাঙ্গাল বিজয়, দূরে থাকি কয়,
না চাহিও গোরা-চাঁদে।
পরাণ তোমার, যেন দিবা নিশি,
গোরা অনুরাগে কাঁদে॥ ৪৮॥

গৌরানুরাগ।

(নাগরী-উক্তি।)

সই! কি কব দুঃখের কথা।
গৌরাঙ্গ হেরিয়া, মরিছি পরাণে,
খাইছি কূলের মাথা॥

লোকের মুখেতে, শুনিয়া শুনিয়া,
দরশ পিয়াসে মরি।
কেমন গৌরাঙ্গ, কেমন মাধুরী,
কেমনে বারেক হেরি॥
সময় খুঁজিয়া, সুযোগ বুঝিয়া,
যাইছি জলের ঘাটে॥
কপালের জোর, কে করিবে দূর,
দরশ মিলিল বাটে॥
নাটুয়া নাগর, গোরা গুণধর,
যবহি পেখলু সই!
বিঁধি পাঁচ বাণ, হারানু গেয়ান,
অনিমিক আঁখে রই॥
রূপের রশমি, হিয়ার মাঝারে,
চকিতে পশিল আসি।
সরম ভরম, ধরম টুটল,
লাগল পিরীতি ফাঁসী॥
সেই হৈতে সখি, আমার পরাণে,
নাহিক সোয়াথ লেশ।
আহার বিহার, তেজলু সকল,
আটন মাথার কেশ॥
ঘরে গুরুজন, দেয় ওলাহন,
পরশী কহিছে কত।
পাগলী পাগলী, সকলি কহিছে,

শুনিনা মরার মত ॥
ভাবি গোরা লেহ, দুরবল দেহ,
অথন তথন মরি।
এ ভাবেতে আর, রব কত কাল,
কহ কি উপায় করি ?
কুলের কপালে, আগুন জ্বালিয়া,
যোগিনী হইয়া যাব।
গোরা নাম লৈয়া, বেড়াব ঘুরিয়া,
মাগিয়া মাগিয়া খাব ॥
কাঙ্গাল বিজয়, করযোড়ে কয়,
এইসে সুকৃতি ভাল।
হরি হরি হরি, করি করি করি,
বিফলে জনম গেল ॥ ৪৯ ॥

গৌরানুরাগ।

(নাগরী-উক্তি।)

ঐ,—কে ?

ব্রজ বিলাস রস বিভোরা।
পুরুষ যোষিত পরাণ চোরা ॥
ভাবের তরঙ্গে ভাসিয়া ফিরে।
বয়ান ভাসিছে নয়ন নীরে ॥

কাঁদিছে কাঁদিছে আবার হাসে।
কতনা অমিয়া বরিষে ভাষে॥
প্রেমে ডুবুডুবু নয়ন তারা।
জপত কেবল সতত "রারা"॥
পতিত পাইলে ধাইয়ে ধরে।
আপন গেয়ানে কোলেতে করে॥
দু'বাহু তুলিয়া, বলিছে হরি।
দেখ গো! কতনা, করুণা করি॥
চিনিনা আমারে চিনায়ে দে।
জাহ্নবী তীরে দাঁড়ায়ে—ঐ,-কে? ৫০

গৌরানুরাগ।

(নাগরী-উক্তি।)

সই! কি মোর হ'ল বিয়াধি।
রজনী কি দিনে, ঘুমে জাগরণে,
মনে জাগে গোরানিধি॥
পরের লাগিয়া পরাণ পাগল,
শুনিতেই উপহাস।
সতীর সম্পদ, জাতি কূল মান,
তা, বুঝি হইবে নাশ॥
সই! তুইসে আপন জন।
তা না হৈলে আর, আনের সহিতে,

সাজে কি এ আলাপন ॥
মরমী জনারে, মরম কহিতে,
সরম কি আছে তায়।
বুকের বেদনা, বুকেতে পূরিয়া,
কত কাল রাখা যায় ॥
গৌর-রূপ কাঁটা, ফুটিয়া আমার,
ফুটা হয়ে গেছে বুক।
খসাইতে ধরি, তবে যেন মরি,
দ্বিগুণ বাড়য়ে দুখ ॥
জোরে দিলে টান, না থাকে পরাণ,
এমতি গিয়ান হয়।
না খসিয়া পশে, বুক জ্বলে বিষে,
ইহা কে বুঝিয়া লয় ?
হিতে বিপরীত, এ কেমন রীত,
কহ কি উপায় করি।
গৃহকাজে মন, বসেনা এখনি,
জ্বলিয়া পুড়িয়া মরি ॥
কহিছে বিজয়, যাঁর ভাগ্যে হয়,
এমতি তাঁহার দুখ।
দুঃখে কিবা করে, দুঃখের ভিতরে,
অনন্ত অক্ষয় সুখ ॥ ৫১ ॥

গৌরানুরাগ।

(নাগরী-উক্তি।)

সই ! দারুণ দুঃখের কথা শোন্।
কুলবধূ কাঁচা বাঁশ, অকালে করিতে নাশ,
বিধাতা গড়িল গোরা ঘূণ্॥
লখিতে সে অলখিতে, পশিয়া নয়ন পথে,
হিয়ার ভিতরে কাটে ঘর।
সরম ভরম কূল, না রাখে তাহার মূল,
তনু মন করে জরজর॥
ঘূণ্ জানি কালো থাকে, গুণ্ গুণ্ করি ডাকে,
লাখে লাখে ঝাঁকে ঝাঁকে কত !
এ যে কি সোণার ঘূণ্, সদা গায় রাধা-গুণ,
খুন করে নারী শত শত॥
পরাণ থাকিতে ধরে, এ ঘুণে নাহিক ছাড়ে,
জীবন যৌবন করে শেষ॥
আমি তো মরিছি সই, এ দুঃখ কাহারে কই,
দেহে নাই দেহ-ধর্ম্ম লেশ,॥
ব্রজের কালিয়া ঘূণ, রমণী বধে নিপুণ,
অধুনা উদয় নদীয়ায়॥
বিজয় বলিছে সুখে চিনিবে বলিয়া লোকে,
রাই রূপ, সোণামাখা গায়॥ ৫২॥

সই! গৌরাঙ্গ মানুষ নয়।
জ্ঞান বুদ্ধি করে লোপ, মানুষে এমন রূপ,
শুনিয়াছ, কখনে কি হয়॥
থির বিজুরী হেন, অঙ্গের বরণ যেন,
দেহ সুলক্ষণ সুগঠিত।
মুখে মৃদু মৃদু হাসি, যেমন অমিয়া রাশি,
যে হাসিতে ভুবন মোহিত॥
চঞ্চল নয়ন কোণে, প্রেম-বারি নিশিদিনে,
ঝর, ঝর, ঝরে অবিরাম।
ভাব-রস-ভক্তি-ভরে, হেলিয়া দোলিয়া পড়ে
সদা করে হরেকৃষ্ণ নাম॥
সুরধনী গঙ্গাতীরে, সঙ্গীগণ সঙ্গে ফিরে,
বরজের ভাবে ভোরা মন।
যেদেখে গৌরাঙ্গচাঁদে, সে ঠেকে পিরীতি ফাঁদে
বিজয়ের হবে কি এমন? ৫৩॥

গৌরানুরাগ।

(নাগরীউ-ক্তি।)

সই! পরেরে কহিতে ভয়।
কে জানে এমন, ঘাটে গেলে মন—
হারায়ে আসিতে হয়॥
গিয়াছিনু জলে, ক'ালের বিকালে,
একেলা কেবল আমি।

সচকিত মন, ঘরে গুরুজন,
আরোত দারুণ স্বামী ॥
তাড়াতাড়ি করি, ভরি গঙ্গা বারি,
বাড়ীতে যখন আসি।
কামিনীর কাল, শচীর দুলাল,
সমুখে দাঁড়াল আসি ॥
হঠাৎ হেরিয়া, দাঁড়ানু সরিয়া,
মরমে মরিয়া সই!
বিপাক বুঝিয়া, নয়ন বুঁজিয়া,
ক্ষণেক দাঁড়ায়ে রই ॥
পাছে কেহ শুনে? বুঁজা চোক কোণে,
ঝরিল দু'ফোটা জল।
পিরীতি পিয়াসে, অতনু আবেশে,
তনু মন দুরবল ॥
নয়ন মেলিয়া, দেখিনু চাহিয়া,
জগত গৌরাঙ্গময়।
চাহিলেও গোরা, না চাহিলে গোরা,
সঙ্কট সামান্য নয় ॥
ঘরে যেতে চাই, পথ কোথা পাই?
গোরা যে দাঁড়ায়ে আগে।
এতটা হইলে, লোকে কিবা বলে,
কহত, কেমন লাগে?
গুরু গুরু করে, কোন মতে পারে,

ঘরে আসিনু যখন।
দেহ আর প্রাণ, আছে দুইখান,
খুঁজিয়া না পাই মন !!
কহিছে বিজয়, হেন মনে লয়,
নাটুয়া গোরার নাটে।
হয়ে বিস্মরণ, তোমার এ মন,
হারায়ে এসেছ ঘাটে ॥ ৫৪ ॥

গৌরানুরাগ।

(নাগরী-উক্তি।)

এখানে সেখানে, কতইত কথা,
শ্রবণে শুনিতে পাই।
গৌর কথা মত, রসে মাখা এত,
কথা তো জগতে নাই॥
একবার যদি, গৌর কথা দিদি,
পরাণে পশিতে পারে।
আন কথা আর, না লাগে তাঁহার,
বাউরী করয়ে তাঁরে॥
শুনিলে শ্রবণে, অমনি তখনে,
নয়নে প্রেমাশ্রু ছুটে।
ভাবি গোরা লেহ, পুলকেতে দেহ,
শিহরী শিহরী উঠে॥

সরম ভরম, ধৈরজ ধরম,
কিছুই না থাকে আর।
কলঙ্কের ভয়, তখনে না হয়,
কূল মান কোন্ ছার ?
ঘরে গুরুজন, তাড়ন ভৎর্সন,
যতই করিছে হায়।
ভালর কারণ, ঔষধ করণ,
বিয়াধি বাড়িয়া যায়,
পতি দুরজন, ননদী তেমন,
সতত শাসন করে।
মনের মরম, রাখি লুকাইয়া,
ফুটিয়া না কহি ডরে॥
বাহিরেতে মন, রাখি সর্ব্বক্ষণ,
দু'কাণ পাতিয়া রাখি।
যদি কেহ আসি, গৌর কথা কয়,
সেই সে আশায় থাকি॥
কাঙ্গাল বিজয়, করযোড়ে কয়,
সফল জীবন তব।
আর কত দিনে, কেমন সাধনে,
আমিও এমন হব॥ ৫৫ ॥

গৌরানুরাগ।

(নাগরী-উক্তি।)

সই ! এই কি শচীর গোরা ?

অতনু মোহন, রসময় তনু,
ধনুক ভুরূক যোড়া ॥

কনক কেতকী, সেহ দূরে রাখি,
বিজুরী নিছুনি তাঁর।

এমনি বরণ, নিরখি নয়ন,
কারোত ফিরেনা আর ॥

কুঞ্চিত কুন্তল, মালতীর মালে,
শোভিত সুন্দর অতি।

নাসিকা নয়ন, চারু দরশন,
মুকুতা দশন পাঁতি ॥

কোটি চাঁদ জিনি, শ্রীবদন খানি,
ভাবের পরভা মাখা।

মরি মরি কিবা, মনোহর গ্রীবা,
সুচারু ঈষত বাঁকা ॥

বক্ষ পরিসর, তাহাতে সুন্দর,
সুরভি কুসুম হার।

আজানু-লম্বিত, বাহু সু-বলিত,
তুলনা নাহিক তার ॥

হরি কটি জিনি, ক্ষীণ কটি খানি,
কনক কিঙ্কিণী তায়।

নিরখি জঘন, মোহে মুনি মন,
মদন মূরছা পায়॥
কিবা পদ দ্বন্দ্ব, ফুল্ল অরবিন্দ,
কত মকরন্দ ঝরে।
বদন চন্দ্রমা, কি তার উপমা,
বচনে অমিয়া ক্ষরে॥
ভাবে ভরা বুক, হাসি ভরা মুখ,
দু'চোকে প্রেমের ধারা।
কারে যেন চায়, চারি পানে চায়,
জপিছে কেবল "রা রা"॥
কহিছে বিজয়, মোর মনে কয়,
যে জনে ইঁহাকে দেখে।
হারায়ে সকল, সে হয় পাগল,
বিষম বিপাকে ঠেকে॥ ৫৬॥

গৌরানুরাগ।

(নাগরী-উক্তি।)

সই! সকলি পাগল মোর।
পরের লাগিয়া, পাগল হইয়া,
ভাঙ্গিল আপন ঘর॥
মস্তক পাগল, গোরা পদতলে,

লোটাইতে চিরকাল।
মুছিয়া লইতে, চরণ যুগল,
পাগল চিকুর জাল॥
রূপের লাগিয়া, নয়ন পাগল,
না শুনে নিষেধ বাণী।
নয়নের জল, দ্বিগুণ পাগল,
ধুইতে শ্রীপা-দু'খানি॥
শ্রবণ পাগল, শুনিতে কেবল,
সদা গৌর গুণ গান।
নাসিকা পাগল, গৌর গন্ধ লাগি,
তা, বিনে বুঝেনা আন॥
রসনা পাগল, গাহিতে কেবল,
মধুর গৌরাঙ্গ নাম।
হৃদয় পাগল, হৃদয়ে ধরিয়া,
নাশিতে হৃদয় কাম॥
কর দু'টি মোর, বড়ই পাগল,
সেবিতে চরণ তাঁর।
গ্রীবাও পাগল, সতত পরিতে,
গোরা কলঙ্কের হার॥
মনও পাগল, কলঙ্কের ডালি,
তুলিয়া লইতে মাথে।
চরণ পাগল, চলিতে নিয়ত,
পরাণ গোরার সাথে॥

পরাণ পাগল, পরের লাগিয়া,
কি আর কহিব সই!
এতটি পাগল, লইয়া কেমনে,
বলনা সোয়াথে রই॥
কহিছে বিজয়, মোর মনে কয়,
এতটি পাগল যাঁর।
ভবারাধ্য ধন, গৌরাঙ্গ রতন,
অবশ্য মিলিবে তাঁর॥ ৫৭॥

গৌরানুরাগ।

(নাগরী-উক্তি।)

সই! দেখনা নয়ন দিয়া।
সংকীর্ত্তন মাঝে, মোহনীয়া সাজে,
নাচে, গৌর বিনোদিয়া॥
চৌদিকে ভকত, নাচত গাওত,
করতালি দিয়া দিয়া।
বাজত মাদল, খোল করতাল,
কম্পিত ভেল নদীয়া॥
পাপ আঁধিয়ার, করল সংহার,
শ্রীগৌরচন্দ্র উদীয়া।
ভকত চকোর, ভৈ গেল বিভোর,
প্রেম-সুধা আস্বাদিয়া॥

পাষণ্ড পামরে, কারে নাহি ছাড়ে,
শ্রীগৌর গুণ নিধিয়া।
হরি নাম গানে, ধরি ধরি আনে,
পিরীতি পর বোধিয়া॥
ভাবে উতরোল, মুখে হরি বোল,
আকুল কভু কাঁদিয়া।
দীন দুরজনে, ধরি বুকে আনে,
শ্রীভুজ যুগে বাঁধিয়া॥
নটন রঙ্গিয়া, নবনী অঙ্গীয়া,
মোহান্ধ মন মোদিয়া।
করই নর্ত্তন, নাম সংকীর্ত্তন,
জগজ্জীবে উদ্বোধিয়া॥
পাওল জগত, কৃপা অমৃত,
বিনা গৌর আরাধিয়া।
বিষয় গরল, ভখিল কেবল,
বিজয় অপরাধিয়া॥ ৫৮॥

গৌরস্ফূর্ত্তি।

(নাগরী-উক্তি।)

সই! জানিলে কহনা তোরা।
কোন্ চিত্রকরে, ভুবন ভরিয়া,
আঁকিল রসের গোরা॥

চাঁদে দিবাকরে, নিথর অম্বরে,
তারার ভিতরে চাই।
মন মোহনীয়া, গোরা নটরাজে,
শুধুই দেখিতে পাই॥
গাছের পাতায়, ফলে লতিকায়,
কুসুমের দলে দলে।
কে আঁকিল গোরা, জাহ্নবীর জলে,
তরঙ্গের তলে তলে॥
যে দিকে নয়ন, ফিরাই যখন,
কিছু নাহি দেখি আর।
বিশ্ব-পট মাঝে, কি সুন্দর সাজে,
সাজে শ্রীশচী কুমার॥
ধূলাটী লইয়া, দেখিছি চাহিয়া,
তাহাতেও নাহি ছাড়া।
কি কহিব সই, চেয়ে দেখ ঐ,
গৌরাঙ্গ ভুবন ভরা॥
কহিছে বিজয়, হেন দশা যাঁর,
তাহার তুলনা সেই।
জনমের তরে, তাঁহার চরণে,
পরাণ নিছুনি দেই॥ ৫৯॥

গৌরানুরাগ।

(নাগরী-উক্তি।)

এঁ,—কে ?

সই ! কি কব মরম মোর।
কহিতে চাহিলে, কহিতে পারিনা,
নয়নে গলয়ে লোর॥
সোণার বরণ, একটি মানুষ,
দেখিনু কীর্ত্তন মাঝে।
কুসুম কোমল, কলেবর খানি,
সজ্জিত ফুলের সাজে॥
অরুণ নয়নে, করুণ চাহনি,
বহিছে বরুণ ধারা।
ভাবে উতরোল, মুখে "হরি বোল,"
মানুষ স্বভাব ছাড়া॥
চরণ নূপুর, ঝুনুর ঝুনুর,
নর্ত্তনে মধুর নাদে।
শুনে যেই জন, মোহে তাঁর মন,
পরাণ সঁপয়ে সাধে॥
হরি মাতালিয়া, অনেক মিলিয়া,
তাঁহাকে ঘেরিয়া নাচে।
ভাবেতে ঢলিয়া, পড়িবে বলিয়া,
দু'জন দু'দিকে আছে॥
মানুষের রূপ, হেন অপরূপ,

না দেখিলে কেবা মানে?
দেখিয়াছে যাঁরা, মরিয়াছে তাঁরা,
কেবল তাঁরাই জানে॥
দেখিছি অবধি, মরমে মরিছি
সরমে কহিনা কা'কে।
আপন জানিয়া, পুছই তোহারে,
কীরতন মাঝে, এঁ,—কে?॥ ৬০

গৌরানুরাগ।

(নাগরী-উক্তি।)

সই! গোরা তো মানুষ নহে।
মানুষে এরূপ, অপরূপ রূপ,
দেখিয়াছে,—কেহ কহে?
মানুষ নয়ন, দীঘল এমন,
করুণা পূরিত হয়?
শত সুরধুনী, তাহাতে সজনী,
দিবস রজনী বয়॥
মানুষের হাসি, এত কি মধুর,
মুগধে পুরুষ নারী।
চপলা চন্দ্রিকা, নহে সমতুল,
কিসে বা তুলনা করি॥
মানুষ বচনে, কহ শুনি সখি,

এত কি অমিয়া ঝরে।
অবধি বিহীন, ভাবের বিকার,
মানুষে সহিতে পারে ?
মানুষের মন, হয় কি এমন,
নির্ম্মল দর্পণ প্রায় ?
মানুষে কি এত, নাম সংকীর্ত্তনে,
ভূমে গড়াগড়ি যায় ?
মানুষের নাচে, নাচে কি জগত ?
আনন্দে আপনা ভুলি,
পথের পাতকী, মানুষে টানিয়া,
লয় কি বুকেতে তুলি ?
ব্রজ-বধূ প্রেম, লাখ বাণ হেম,
মানুষে কি করে দান ?
রস পরকীয়া, মানুষে আনিয়া,
মানুষে করায় পান ?
মোর মনে কয়, নিশ্চয় নিশ্চয়,
এঁ—বটে গকুল কান।
কাঙ্গাল বিজয়, বলে ঠিক্ ঠিক্,
সত্য তব অনুমান॥ ৬১॥

গৌরানুরাগ।

(নাগরী-উক্তি।)

সই !—

অতুল সে গোরা তনু খানি।
কোন্ বিধি নিরমিল জানি॥
চাঁচর চিকুর জাল দিয়া।
কে বা দিল চূড়াটী বান্ধিয়া॥
তাহে কত মালতী বকুল।
গন্ধরাজ চাঁপা বেলিফুল॥
সৌরভেতে হইয়ে আকুল।
পুঞ্জে পুঞ্জে গুঞ্জে অলিকুল॥
কিবা ললাটে চন্দন বিন্দু।
জিনি শারদ পূর্ণিমা ইন্দু॥
নিরখিয়া গোরার ভ্রূ-ধনু।
নিজ ধনু ত্যজিল অতনু॥
আকর্ণ বিস্তৃত চক্ষু দু'টা।
কমল যেমন আধা ফুটা॥
রসে ডুবু ডুবু আঁখি তারা।
দু'চোকে দুইটী প্রেম ধারা॥
করুণ চাহনি পুনঃ তায়।
যাহে কত পাষাণ মিলায়॥
খগ চঞ্চু কিবা তিল ফুল।
জিনি তাঁর নাসিকা অতুল॥

তাহে গজ মুকুতা দোলে।
কনক কুণ্ডল শ্রুতি মূলে॥
বান্ধুলী বরণ ওষ্ঠাধর।
কুন্দ জিনি দশন সুন্দর॥
সুধার আধার গোরা আস্য।
তাহে হরিনাম,—মৃদু হাস্য॥
কুম্বু কণ্ঠ বক্ষ পরিসর।
দোলে ফুলহার তদুপর॥
হরি জিনি ক্ষীণ কটি খানি।
তাহে শোভে কনক কিঙ্কিণী॥
আজানু-লম্বিত ভুজদ্বয়।
নিরখি নিখিল মুগ্ধ হয়॥
কর পদ তল অতি রাঁতা!
যথা,— নূতন অরুণ পাতা॥
মণি মঞ্জীর দু'গাছি পায়।
মরি! মরি!! কত শোভা পায়॥
নখমণি পরভাতে হয়।
আলোকিত ভকত হৃদয়॥
অতুল রাতুল পদ সার।
বিজয় বুঝিবে কবে আর॥ ৬২॥

গৌরানুরাগ।

(নাগরী-উক্তি।)

সই !—

রসের নাগর গোরা,—
স্থাবর জঙ্গম, পুরুষ প্রকৃতি,
সকলেরি চিত্ত চোরা॥
উজ্জ্বল মধুর, রস আউটিয়া,
তাহাতে করিয়া দধি।
সে দধি মথিয়া, নবনী তুলিয়া,
কে গড়িল গোরা-নিধি ?
কৃষ্ণ কেশ দাম, কি তার উপাম্,
সুনিবিড় ঘন ঘোর।
ললাটে সুন্দর, চন্দনের বিন্দু,
কোটীন্দু জিনি উজোর॥
শ্রবণ যুগলে, কনক কুণ্ডল,
মধুর মধুর দোলে।
তাহে গণ্ডস্থল, করে ঝল-মল,
নিরখি নিখিল ভুলে॥
ভ্রূ-যুগ যেমন, কাম শরাসন,
ভুবন মোহন যোড়।
নলিনী নয়নে, তারকা ভ্রমর,
বিগলিত প্রেম লোর॥

নাসিকা অতুল, জিনি তিল ফুল,
শ্রীবদন যেন রাকা।
ওষ্ঠাধর দ্বয়, শোভার আলয়,
তাহাতে সিন্দুর মাখা॥
মুকুতা জিনিয়া, চারু দরশন,
সুচারু দশন পাঁতি।
বচন মধুর, মৃদু মন্দ হাস,
তপত কনক কাঁন্তি॥
কিবা কম্বু কণ্ঠ, বক্ষ পরিসর,
দীঘল শ্রীভুজ দু'টি।
চম্পক কলিকা, শ্রীকর পল্লব,
কটি জিনি হরি কটি॥
জঘন সুন্দর, জগ মনোহর,
অতুল রাতুল পদ।
তাহার তুলনা, ভুবনে মিলেনা,
অনন্ত বিশ্ব সম্পদ॥
পূর্ণিমার চান, করি কুড়ি খান,
গড়িল নখর কুড়ি।
তাহার আলোকে, পুলকে পূর্ণিত,
গোলোকে ভূলোক যুড়ি॥
বলিছে বিজয়, এমন সুন্দর,
গৌরাঙ্গ গড়িল কেবা।
সুর নর যত, দিবস যামিনী,
করিতে শ্রীপদ সেবা॥ ৬৩॥

আনন্দোচ্ছ্বাস।

(কীর্ত্তনাভিসারিকার উক্তি।)

গোরা নাচে, গোরা নাচে,
এই যে লোকে বলে।
আর কি আমি, ঘরে থাকি,
চল্লেম গৌর ব'লে॥

গোরা নাচে, গোরা নাচে,
যখন লোকে কয়।
কুলের খোটা, মাথার উপর,
এম্নি যেতে হয়॥

গোরা নাচে, গোরা নাচে,
শ্রীবাসের বাড়ী।
কে কে যাবে, আমার সঙ্গে,
আয়গো তাড়াতাড়ি॥

গোরা নাচে, গোরা নাচে,
বলে হরি হরি।
আমি যেয়ে, ধূলায় পড়ে,
দিব গড়াগড়ি॥

গোরা নাচে, গোরা নাচে,
সংকীর্ত্তন মাঝে।
শুন্‌ছি তাঁরে, সাজায়েছে,—
শুধুই ফুলের সাজে॥

গোরা নাচে, গোরা নাচে,

তাহে গজ মুকুতা দোলে।
কনক কুণ্ডল শ্রুতি মূলে॥
বান্ধুলী হরণ ওষ্ঠাধর।
কুন্দ জিনি দশন সুন্দর॥
সুধার আধার গোরা আস্য।
তাহে হরিনাম,—মৃদু হাস্য॥
কুম্বু কণ্ঠ বক্ষ পরিসর।
দোলে ফুলহার তদুপর॥
হরি জিনি ক্ষীণ কটি খানি।
তাহে শোভে কনক কিঙ্কিণী॥
আজানু-লম্বিত ভুজদ্বয়।
নিরখি নিখিল মুগ্ধ হয়॥
কর পদ তল অতি রাঁতা!
যথা,— নূতন অরুণ পাতা॥
মণি মঞ্জীর দু'গাছি পায়।
মরি! মরি!! কত শোভা পায়॥
নখমণি পরভাতে হয়।
আলোকিত ভকত হৃদয়॥
অতুল রাতুল পদ সার।
বিজয় বুঝিবে কবে আর॥ ৬২॥

গৌরানুরাগ।

(নাগরী-উক্তি।)

সই !—

রসের নাগর গোরা,—

স্থাবর জঙ্গম, পুরুষ প্রকৃতি,
সকলেরি চিত্ত চোরা ॥

উজ্জ্বল মধুর, রস আউটিয়া,
তাহাতে করিয়া দধি।

সে দধি মথিয়া, নবনী তুলিয়া,
কে গড়িল গোরা-নিধি ?

কৃষ্ণ কেশ দাম, কি তার উপাম্,
সুনিবিড় ঘন ঘোর।

ললাটে সুন্দর, চন্দনের বিন্দু,
কোটীন্দু জিনি উজোর ॥

শ্রবণ যুগলে, কনক কুণ্ডল,
মধুর মধুর দোলে।

তাহে গণ্ডস্থল, করে ঝল-মল,
নিরখি নিখিল ভুলে ॥

ভ্রূ-যুগ যেমন, কাম শরাসন,
ভুবন মোহন যোড়।

নলিনী নয়নে, তারকা ভ্রমর,
বিগলিত প্রেম লোর ॥

নাসিকা অতুল, জিনি তিল ফুল,
শ্রীবদন যেন রাকা।
ওষ্ঠাধর দ্বয়, শোভার আলয়,
তাহাতে সিন্দুর মাখা॥
মুকুতা জিনিয়া, চারু দরশন,
সুচারু দশন পাঁতি।
বচন মধুর, মৃদু মন্দ হাস,
তপত কনক কাঁতি॥
কিবা কম্বু কণ্ঠ, বক্ষ পরিসর,
দীঘল শ্রীভুজ দু'টি।
চম্পক কলিকা, শ্রীকর পল্লব,
কটি জিনি হরি কটি॥
জঘন সুন্দর, জগ মনোহর,
অতুল রাতুল পদ।
তাহার তুলনা, ভুবনে মিলেনা,
অনন্ত বিশ্ব সম্পদ॥
পূর্ণিমার চান, করি কুড়ি খান,
গড়িল নখর কুড়ি।
তাহার আলোকে, পুলকে পূর্ণিত,
গোলোকে ভূলোক যুড়ি॥
বলিছে বিজয়, এমন সুন্দর,
গৌরাঙ্গ গড়িল কেবা।
সুর নর যত, দিবস যামিনী,
করিতে শ্রীপাদ সেবা॥ ৬৩॥

আনন্দোচ্ছ্বাস।

(কীর্ত্তনাভিসারিকার উক্তি।)

গোরা নাচে, গোরা নাচে,
এই যে লোকে বলে।
আর কি আমি, ঘরে থাকি,
চল্লেম গৌর ব'লে॥
গোরা নাচে, গোরা নাচে,
যখন লোকে কয়।
কুলের খোটা, মাথার উপর,
এম্নি যেতে হয়॥
গোরা নাচে, গোরা নাচে,
শ্রীবাসের বাড়ী।
কে কে যাবে, আমার সঙ্গে,
আয়গো তাড়াতাড়ি॥
গোরা নাচে, গোরা নাচে,
বলে হরি হরি।
আমি যেয়ে, ধূলায় পড়ে,
দিব গড়াগড়ি॥
গোরা নাচে, গোরা নাচে,
সংকীর্ত্তন মাঝে।
শুন্‌ছি তাঁরে, সাজায়েছে,—
শুধুই ফুলের সাজে॥
গোরা নাচে, গোরা নাচে,

হরি সংকীর্ত্তনে।

বেষ্টিত গৌরাঙ্গ চাঁদ,
ভক্ত তারাগণে॥

গোরা নাচে, গোরা নাচে,
সঙ্গে বাজে খোল
চৌদিকে সকলে বলে,
হরি হরি বোল॥

গোরা নাচে, গোরা নাচে,
বাজে করতাল।
পড়ুয়া পাষণ্ড ও বলে,
ধন্য কলিকাল॥

গোরা নাচে, গোরা নাচে,
আয়লো সব তরুণী।
আমরা যেয়ে সবে মিলে,
দেইগে উলুধ্বনি॥

গোরা নাচে, গোরা নাচে,
ভাবে উতরোল।
আয়লো আমরা সবে যেয়ে,
ছিটায়ে দেই ফুল॥

গোরা নাচে, গোরা নাচে,
নিত্যানন্দ সঙ্গে।
ভেসে যাচ্ছে নবদ্বীপ,
রাধা প্রেম তরঙ্গে॥

গোরা নাচে, গোরা নাচে, সঙ্গে গদাধর,
মুরারী মুকুন্দ নাচে,—
যত পরিকর॥
গোরা নাচে, গোরা নাচে,
হেলিয়া দোলিয়া।
সোণার পুতুলি যেন,
পড়িছে গলিয়া॥
গোরা নাচে, গোরা নাচে,
দু'টি বাহু তুলি।
এই সময়ে লইগে আমরা,
গোরার চরণ ধূলি॥
গোরা নাচে, গোরা নাচে,
ব্রজ-ভাবে ভোরা।
নয়নেতে, অশ্রু বিন্দু,
বয়ানেতে ধারা॥
গোরা নাচে, গোরা নাচে,
পূরবের ভাবে।
আয়লো তোরা সকাল করে,
দেখ্‌তে কে কে যাবে॥
গোরা নাচে, গোরা নাচে,
সময় বয়ে যায়।
দেখ্‌বি যদি সকাল করে,
আয়লো তোরা আয়॥

গৌর দেখ্‌তে কুলবালা ছুট্‌ল,
সবে রঙ্গে ॥
পাছে থাকি বিজয় বলে,—
আমিও যাব সঙ্গে ॥ ৬৪ ॥

শ্রীগৌরাঙ্গের মোহন বেশ।

সই! গোরা কেবা সাজাইল?
কুটিল কুন্তলে, মালতী বকুলে,
চূড়াটী বান্ধিয়া দিল !!
কর্ণেতে কনক, কুণ্ডল শোভিছে,
মাতঙ্গী মুকুতা নাকে।
সুরভি কুসুমে, সুচিকণ হার,
কণ্ঠে, বক্ষে, থাকে থাকে ॥
করেতে কাঞ্চন, বলয় সুন্দর,
অঙ্গুলে অঙ্গুরী আর।
কনুই উপরে, কিবা শোভা করে,
সুন্দর সোণার তার ॥
কিঙ্কিণী কটিতে, হাটিতে নাচিতে,
মধুর মধুর বাজে।
ত্রিকচ্ছ বসন, চারু দরশন,
গ্রীবায় উড়ণী সাজে ॥
পরম পবিত্র, সূক্ষ্ম যজ্ঞ সূত্র,

শোভিত গৌরাঙ্গ গলে।
শ্রীঅঙ্গে চন্দন, মদন মোহন,
রহিয়া রহিয়া চলে॥
মণির মঞ্জীর, পরাইল যেবা,
অতুল রাতুল পদে,—
তাহার চরণে, কোটি পরণাম,
বিজয় করিছে সাধে॥ ৬৫॥

গৌর নিষ্ঠা।

(নাগরী-উক্তি।)

সইরে !—
কে আঁকিল গোরা ? রসের মূরতি,—
সারাটা বিশ্বের গায়।
যে দিকে যখন, ফিরাই নয়ন,
শুধু গৌর দেখা যায়॥
সূর্য্য শশধরে, তারার ভিতরে,
সারাটা আকাশময়।—
কাননে কুসুমে, স্থলে কি জীবনে,
গৌর বই কিছু নয়॥
মানব নয়নে, তারায় তারায়,
গৌরাঙ্গ মুরতি খানি।
কে রাখিল আঁকি, কহ প্রাণসখি,

স্বরূপ কাহিনী শুনি॥
যদিবা নয়ন, মুদিয়া নির্জ্জনে,
একাকিনী শুয়ে থাকি।
তবু নহে ছাড়া, পরাণ পিয়ারা,
মনচোরা গোরা দেখি॥
দেখিতে দেখিতে, ভাবিতে ভাবিতে,
কি কব মনের খেদ।
গোরাতে আমাতে, আর কোনমতে,
থাকেনা কিছুই ভেদ॥
নিজেই হই গোরা, জপি গোরা গোরা,
ননদিনী কত কয়।
বলিছে বিজয়, বড় মন্দ নয়,
এতটা হইলে হয়॥৬৬॥

(নাগরী-উক্তি।)

এ,—কে
জাহ্নবীর তীরে ফিরে "হরি বোল" দিয়া।
রূপের ছটায় মুগ্ধ সকল নদীয়া॥
আজানু-লম্বিত বাহু দু'খানি তুলিয়া।
দিতেছে অভয় শান্তি জগতে ঢালিয়া॥
ভাবাবেশে কভু পড়ে ঢলিয়া ঢলিয়া।
হাসে কাঁদে 'রা রা রা রা' বলিয়া বলিয়া॥

আকর্ণ বিস্তৃত আঁখি লোহিত বরণ।
মণির মঞ্জীরে শোভে, রাতুল চরণ॥
সোণার বরণ তনু, অতনু মথন।
অঙ্গের লাবণ্য ছটা, ভুবন মোহন॥
অপরূপ রূপ তাঁর, বলিহারি যাই।
মানুষে এমন রূপ, কভু দেখি নাই॥
প্রেমের চাহনি দিয়া, বাঁধিল আমাকে।
বল বল প্রাণসখি, নদীয়ায়, এঁ-,কে?॥৬৭

গৌরানুরাগ।

(নাগরী-উক্তি।)

সইরে! মরম কহিতে সরম লাগে
এতটা যে, হবে জানিনা আগে॥
জাহ্নবী সিনানে একলে যাই।
সঙ্গের সঙ্গিনী কেহই নাই॥
আধ পথে যেয়ে হারানু জ্ঞান।
শুনিয়া মধুর মঙ্গল গান॥
অমনি কলসী রাখিয়া পথে।
ছুটিনু ধাইয়া কীর্ত্তন ভিতে॥
কে যেন ধরিয়া পরাণ খান।
অজ্ঞাতে মারিল সজোরে টান॥
কীর্ত্তন প্রাঙ্গণে গেলাম যবে।

মাতিল মানস মৃদঙ্গ রবে॥
আড়ালে থাকিয়া, মারিয়া উঁকি।
কি কব ? এ'সেছি যে রূপ দেখি॥
সোণার গৌরাঙ্গ মণ্ডলী মাঝে।
সাজিছে সুন্দর সোণার সাজে॥
অরুণ নয়নে বরুণ ধারা।
বলে "হরি বোল" পাগল পারা॥
পুরুষ যোষিত পরাণ চোর।
নদীয়া নাগর ভাব বিভোর॥
সে হইতে মোর সোয়াথ নাই।
বিজয় বলিছে, ইহাই চাই॥ ৬৮॥

গৌরানুরাগ।

(নাগরী-উক্তি।)

সখিরে !—

পরের পিরীতে, পুড়িতে পুড়িতে,
পরাণ হইল ছাই।
বুকের বেদন, বুঝিবে এমন,
ব্যথার ব্যথিত নাই॥
কেবা সিরজিল, পিরীতি দহন,
দহিতে কুলের বালা।

পিরীতে কি সুখ? সকলি অসুখ,
জ্বালার উপর জ্বালা॥
সরম ঘুচায়, ধরম বিনাশে,
মরমে বিঁধায় শেল।
পিরীতি করিয়া, সাধের জনম,
ভাবিয়া চিন্তিয়া গেল॥
পিরীতি আগুনে, নারী পতঙ্গীরে,
শুধু আকর্ষিয়া মারে,
যে করে পরাণে, পরাণে সে জানে,
বলিয়া জানাব কারে।
এত যে যাতনা, এত যে লাঞ্ছনা,—
পিরীতে লোকেরে করে।
তথাপি পরাণ, পিরীতি লাগিয়া,
পাগল হইয়া মরে॥
পিরীতে কি আছে, কি কহিব সই,—
কিছুই বুঝিতে নারি।
কাঙ্গাল বিজয়, অনুমানে কয়,
পিরীতি পারের তরী॥ ৬৯॥

গৌরানুরাগ।

(নাগরী-উক্তি।)

সই! কহিতে পরাণ ফাটে।

কালিকা বিকালে, শুধুই একলে,
গেছিনু জাহ্নবী ঘাটে॥
যে দেখিনু মাই, কহিতে ডরাই,
পাছে বা ননদী শুনে,
সোণার বরণ, পুরুষ রতন,
হেরিনু নয়ন কোণে॥
এমন সুন্দর, রূপ মনোহর,
জীবনে দেখিনু এই।
মনে লয় সখি, জীবন যৌবন,
চরণে নিছুনি দেই॥
কুলবধূ কুল, করিতে নির্ম্মূল,
বিধাতা গড়িল তাঁরে।
দেখিছি অবধি, যে করে পরাণে,
বলিয়া জানাব কারে॥
উহারে ভজিয়া, পিরীতে মজিয়া,
কলঙ্ক যদিবা হয়।
সেহ ভাল অতি, গোরা উপপতি,
অসতী লোকেতে কয়॥
এহেন পুরুষে, পিরীতি পিয়াসে,
পরাণ সঁপিল যেই।

কহিছে বিজয়, এ কথা নিশ্চয়,
তাহার তুলনা সেই॥ ৭০ ॥

গৌর কথা।

(নাগরী-উক্তি)

জনম অবধি, কতই তো কথা,
শ্রবণে শুনিছি সই!—
গৌর কথামৃত, অমিয়া পূরিত,
আন কথা আছে কৈ?
যদি গৌর কথা, সুধারস সার,
হিয়ার মাঝারে জাগে॥
সংসারের কথা, বিষয় বারতা,
বিষের মতন লাগে॥
গৌর কথা সখি, তপত মদিরা,
আমি না বলিছি তোরে।
গন্ধে মাতে মন, গন্ধই এমন,
পিলে তো পাগল করে॥
পাইয়া সন্ধান, যে করিল পান,
বাউল হইল সেই।
কহিছে বিজয়, তাঁহার চরণে,
পরাণ নিছুনি দেই॥ ৭১ ॥



স্বপ্নে গৌর দর্শন।

(নদীয়া-নাগরী-উক্তি)

সখিরে ! কি কব লাজের কথা শোন্।
গোরাবর বিনোদিয়া, স্বপনেতে দেখা দিয়া,
আমারে করিয়া গেছে খুন্॥

সখিরে ! কিবা তার হাসি হাসি মুখ,—
কামিনীর কুলনাশা, সুভুরু নয়ন-নাসা,
ঠোঁট্ খানি রাঙ্গা টুক্ টুক্॥

সখিরে ! শয্যায় বসিল আসি মোর।
ননদী আমার কাছে, পাছ দিকে শুয়ে আছে
পরাণ করিছে ধড়ফর॥

সখিরে ! মন মোহনীয়া গোরা রায়।
নিরখি তাঁহার রূপ, উথলিল রস কূপ,
ধীরে ধীরে হস্ত দিনু পায়॥

সখিরে ! রসের গৌরাঙ্গ পরশনে।
মুখে না আসিল রাও, শিহরিল সর্ব্ব গাও,
ছুটিল প্রেমাশ্রু দু'নয়নে॥

সখিরে ! তারপর কি কহিব আর।
নদীয়া নাগররাজে, ধরিনু হিয়ার মাঝে,
পূর্ব্বাপর না করি বিচার॥

সখিরে ! হেনকালে জাগিল ননদী।
ভাঙ্গিল ঘুমের ঘোর, লুকাইল মনচোর,
বিজয় হারা'ল গোরানিধি॥ ৭২॥

।

গৌরানুরাগ।

(নাগরী-উক্তি।)

সখিরে ! আর আমি যাইবনা জলে,
দারুণ ননদী আছে,
সদা থাকে পাছে পাছে,
কত ছলে কত কথা বলে ॥
সখিরে,—খোঁচা কথা সহিতে না পারি।
স্বপনে না ভাবি যাই।
ননদিনী বলে তাই,
মনে লয় জলে ডু'বে মরি ॥
সখিরে,—ঘাটে গেলে থাকেনা গিয়ান,
শচীর নন্দন গোরা,
রমণীর মনচোরা,
পরাণ ধরিয়ে মারে টান ॥
সখিরে,—মরি পাড়া পরসীর ডরে,—
আমারে দেখিয়ে তারা,
ঘাটে পথে হয়ে খাড়া,
কাণাকাণি টিপাটিপি করে ॥
সখিরে,— নটন রঙ্গিয়া গোরাচাঁদ।
হাসি মুখে কথা কয়,
পরাণ কাড়িয়া লয়,
ঘাটে গেলে ঘটে পরমাদ ॥

সখিরে,— গৌরাঙ্গ হ'য়েছে মোর কাল।
চাহিলে তাঁহার পানে,
অবশ করিয়ে আনে,
খসি পড়ে সরমের জাল॥
সখিরে,— জাতি কুল রবেনা এবার।
কাঙ্গাল বিজয় বলে,
যদি ভাগ্যে গোরা মিলে,
জাতি, কুল, মান কিবা ছার॥ ৭২,ক॥

মনের মানুষ।

মানুষের মন, মনের মানুষ,
নিয়ত খুঁজিয়া ফিরে।
বুঝে বা না বুঝে, তবু তারে খুঁজে,
ভিজিয়া নয়ন নীরে॥
চিনে বা না চিনে, জানে বা না জানে,
কেবলি তাঁহারে চায়।
মানুষ লাগিয়া, চৌরাশি ঘুরিয়া,
মানুষে জনম পায়॥
যদি থাকে লেখা, তবে পায় দেখা,
পরাণে পূরিয়া রাখে।
পরাণে চরণে, বাঁধিয়া যতনে,
প্রেমেতে ডুবিয়া থাকে॥

যদি নাহি পায়, আবার ঘুরায়,
চৌরাশি লক্ষের পথে।
জনম মরণ, কত যে যাতনা,
ভোগ করে পথে পথে॥
আমারি মতন, কত শত জন,
পড়িয়া মায়ার ফাঁদে।
মনের মানুষ, বোধে, যারে তারে,
পরাণ সঁপিয়া কাঁদে॥
অমৃত বলিয়া, গরল ভখিয়া,
অকালে মরিয়া যায়।
যাঁহাকে খুঁজিয়া, পরাণ পাগল,
তাঁহাকে নাহিক পায়॥
পুত্র পরিবার, ভাই বন্ধু আর,
মনের মানুষ নয়।
মায়ার কুহকে, না বুঝিয়া লোকে,
পরকে আপনা কয়॥
মনের মানুষ, গৌর গুণ-মণি,
শচীর দুলাল চাঁদ।
ভক্তগণ সঙ্গে, সংকীর্ত্তন রঙ্গে,
পূরায় জীবের সাধ॥
হরিনাম ধন, করে বিতরণ,
প্রেমেতে ভাসায় দেশ।
কলির কলুষ, হইল বিনাশ,

জীবন মরণ শেষ ॥
মনের মানুষ, গৌরাঙ্গ সুন্দর,
সতত পরাণে খুঁজে।
সকলি অসার, গোরা-পদ সার,
কথাটা ক'জনে বুঝে ?
পরাণে তো চায়, জীবেসে মায়ায়,
ধরিতে না পারে তাঁরে ॥
কহিছে বিজয়, দহিছে হৃদয়,
এ দুঃখ জানাব কারে ॥
গৌর ভক্তগণ, এই নিবেদন,
দীন দাসে কর দয়া।
কিছু নাহি চাই, গৌর যেন পাই,
কাটিয়া ভবের মায়া ॥ ৭৩ ॥

বিবিধ পদ।

(নদীয়ায় যুগল-রূপ।)

মধুর মিলন নদীয়া ধামে।
দক্ষিণে গৌরাঙ্গ প্রিয়াজী বামে ॥
অতুল রূপের পুতুল দু'টি !
নিরখি মূরছে মদন কোটি !!
রতন আসনে যুগল চাঁদ।
ভুবন মোহন পিরীতি ফাঁদ ॥

দোহার কনক কিরণে কিবা।
কনকিত সব রজনী দিবা॥
পুরুষ যোষিত পরাণ চোর।
শচীর মন্দিরে মানিক জোড়॥
দোঁহ রূপগুণে দোহই ভোর।
আঁখে বিগলিত, আনন্দ লোর॥
সুর নর সেব্য যুগলে আজ।
কে দিলরে এই ফুলের সাজ॥
রতন জড়িত ভূষণ যত।
ফুলের সহিত ঝলসে কত॥
যুগল উপরে সোণার ছাতা।
পদ তলে দিব্য আসন পাতা॥
আসন নিকটে পাতুকাদ্বয়।
হৃদয়ে ধরিতে পরাণে কয়॥
যুগল দু'দিকে চারিটি বালা।
দাঁড়ায়েছে লয়ে ব্যজন মালা॥
বিজয় বলিছে কিছু না চাই।
যুগল হেরিয়া মরিয়া যাই॥ ৭৪॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রলাপ সঙ্গীত

রাগিণী,— বসন্ত—তাল ঠেকা।

(চেতান্, কবি উক্তি)

সুখ বসন্তে শ্রীগৌরাঙ্গের উৎকণ্ঠিত প্রাণ।
(হয়ে) রাধা ভাবে বিভাবিত,
গৌর চিত্ত আবেশিত,
সদা মনে রাধা অভিমান ॥

(ফুকার।)

(হয়ে) ব্রজ ভাবের উদ্দীপন,—
ক্ষেত্র হৈল শ্রীবৃন্দাবন,—
চটক গোবর্দ্ধন,—
ভাবে গর গর মন,—হায়,—হায়রে ;
স্বরূপ রামানন্দ দু'জন,—
ললিতা বিশাখা তখন,—
গম্ভীরা নিকুঞ্জ কানন,—
রাধা তখন শ্রীশচীনন্দন ॥

(মিল।)

স্বরূপের কণ্ঠে ধরি, গৌর হরি বলে,—
বক্ষ ভাসে চক্ষের জলে, ব্যাকুল অতিশয়।

(মহড়া,—মহাপ্রভু-উক্তি।)

বল গো সখি ললিতে !—
সুখ বসন্তে কোথায়—
আমার কৃষ্ণ রসময় ? ॥

(ধূয়া।)

কা'ল আসিবে বলে হরি,—
অক্রুরের রথে চড়ি,—
গেলেন মথুরায়,—
না আসিল বন্ধু আমার,—
ব্রজে পুনরায়,—
আশাতে প্রাণ রাখ্‌ব কত,—
দুঃখের দিন তো হয়না গত,
শোকে, দুঃখে অবিরত, দহিছে হৃদয় ॥

(খাদ।)

শীতান্তে বসন্ত এসে, হয়েছে উদয়।

(ফুকার।)

সুখ বসন্ত সুখের কালে,—
ভ্রমর বসে ফুলে ফুলে,—
করে মধু পান,—
করে গুণ্ গুণ্ স্বরে গান, হায় হায়রে !
কোকিলের কুহু তানে,—
হলাহল্ ঢেলে দেয় কাণে,—
এ নিদানে কৃষ্ণ বিনে, বল,—
কিসে বাঁচে রাধার প্রাণ ?

(মিল।)

বসন্তে শ্রীকান্ত বিনে শান্ত হয়না মন,—
অন্তরে জ্বলে হুতাশন, জীবন সংশয় ॥

(অন্তরা বা ঝুমুর।)

সখি গো ! আমার এই ছিল কপালে।
দুঃখের আগুন, হয়ে দ্বিগুণ,—
জ্বলছে সুখের কালে।
সুগন্ধি বাসন্তী ফুলে, বিরহ জাগায়ে তুলে,
প্রাণ গেল জ্বলে, এখন কৃষ্ণ ব'লে জুড়াতে,
প্রাণ দিতে হ'ল জলে॥

(পরচিতান।)

(সখি !) বসন্তের সঙ্গে ব্রজে এসেছে মদন,
লয়ে কুসুম ধনু করেতে, মদন মাদন শরেতে,
বিরহিণীর বধিতে জীবন॥

(ফুকার)

যদি অতনু অগ্রসর হয়ে,—
কুসুম ধনু করে লয়ে, –
করে আক্রমন,—
গতি কি হবে তখন, হায়,— হায়রে,—
অবলা সরলা নারী,
সে জ্বালা কি সইতে পারি,—
বিনে প্রাণের বংশীধারী, কে রাখে জীবন॥

———— ৭৫॥

(কুটীরে কাঙ্গালিনী।)

নির্জ্জন কুটীরে বসিয়ে বালা।
অন্তরে দারুণ বিরহ জ্বালা॥

শ্রীমুখ মলিন দু'চোক রাঙ্গা।
দু'চোকে দু'ধারা যমুনা গঙ্গা॥
আনত আননে আরোপে বসি।
রুক্ষ কেশ পাশ পড়েছে খসি॥
হা নাথ, হা নাথ, হা নাথ, বলি।
কখন কখন পড়িছে ঢলি॥
ধরিয়া তুলে কে আছে নিকটে।
আপনা লইয়া আপনি উঠে॥
সুধীরে নড়িছে দু'খানি ঠোঁট্।
কি জানি কহে করি কর পুট॥
প্রাণ–পতি গোরা বিরহ তাপে।
তাপিত শ্রীতনু সতত কাঁপে॥
দারুণ গৌরাঙ্গ বিরহ জ্বরে।
কখন কখন মূরছি পড়ে॥
প্রাণেশ পিরীতি ভাবিয়া হায়,—
শুকায়ে গিয়েছে কমল কায়॥
হা নাথ, বলিয়া দীঘল শ্বাস।
ফেলিছে নাহিক জীবন আশ॥
কি আহার নিদ্রা সকলি ছাড়া।
জপে গৌরমন্ত্র যোগিনী পারা॥
সমুখে প্রভুর পাদুকা রাখি।
সুরভি কুসুম চন্দনে মাখি॥
পূজিছে কতনা যতন করি।

অন্ত্য উপচার নয়ন বারি ॥
বিজয় কহিছে পাষাণ বুক।
ফাটিছে নিরখি মায়ের দুঃখ ॥৭৬॥

সঙ্গিনীর প্রার্থনা। *

প্রভো!
দীনা ক্ষীণা কাঙ্গালিনী সঙ্গিনী তোমার।
আজও বাঁচিয়া আছে, তোমার কৃপায়,
তুমি বিনে এ জগতে কেবা আছে তার,
তুমি তারে সঁপিয়াছ বৈষ্ণব সেবায় ॥

তব লীলা গুণ গান অমিয়া সিঞ্চনে।
করিতে বৈষ্ণব সেবা দিবস রজনী,
তোষিতে সজ্জন রাধা রস আলাপনে,—
জনম লভিল এই দুঃখিনী "সঙ্গিনী" ॥

জনম হইতে কার্য্য বৈষ্ণব সেবন,
বালিকা বয়স তার,— কিবা আছে জ্ঞান,
সম্প্রতি দশম বর্ষে করি পদার্পণ,
তোমার চরণ পদ্মে মাগে কৃপা দান ॥

---

* বৈষ্ণব সঙ্গিনী পত্রিকার পক্ষে কবির উক্তি।

৮

কর আশীর্ব্বাদ তারে,— ওহে পরমেশ,
দাও বল,—অনুরাগ সেবিতে সজ্জনে,
জাগে না যে হৃদে তার কামনা বিদ্বেষ,
থাকে যে তৎপরা, —নিজ কর্ত্তব্য সাধনে॥

দাও বর সঙ্গিনীরে সুদীর্ঘ জীবন,
লভে যেন সেবা-ব্রত সাধনের তরে,
বুকে করি লয়ে কৃষ্ণ প্রেম রত্ন ধন,
বিতরণ করে যেন প্রতি ঘরে ঘরে॥

সঙ্কল্প সাধিতে যেন সমর্থা সঙ্গিনী,
হয় তব কৃপা-বলে হে দীন বৎসল,
নাহি চাহে ধন ধান্য ভোগ মুক্তি মণি,
তোমার চরণ মাত্র "সঙ্গিনী" সম্বল॥

বৈষ্ণব সাহিত্য সুধা-ভাণ্ডার ভিতরে,
দুঃখিনী "সঙ্গিনী" যেন অন্তে পায় স্থান,
তোমার ভকত সঙ্গ সদা যেন করে,
তোমাকে স্মরিয়া যেন কাঁদে তার প্রাণ॥

সঙ্গিনীর প্রতি কহে কাঙ্গাল বিজয়,
বৈষ্ণবের সেবা সতী! সঙ্কল্প তোমার,
পারি কি না পারি তবু এই মনে কয়,
সর্ব্বদা যোগাই তব সেবার সম্ভার॥ ৭৭॥

অকিঞ্চন কৃষ্ণ-ভক্ত।

ধন্য তুমি ভক্তবর,— ধন্য ধরাতলে,—
তোমার মহিমা বর্ণে, হেন সাধ্য কার ?
প্লাবিত বদন বক্ষ তব প্রেম-জলে,—
ভুবন বিমুগ্ধকর স্বরূপ তোমার ॥

সংসারের শত কষ্ট অম্লান বদনে,
সহিতেছ বহিতেছ কত দুঃখ ভার,
তথাপিও ক্ষুণ্ণ নহ, শ্রীকৃষ্ণ চরণে,
অর্পিয়াছ কর্ম্মফল যত আপনার ॥

বিষয় বিপত্তি বাধা করি উল্লঙ্ঘন,
আনন্দ ধামের পথে চলিয়াছ হায়,
ভজন কণ্টক বিঘ্ন কষ্ট অগণন,
অনায়াসে অবিরত ঠেলিয়া দু'পায় ॥

প্রেম পরসন্ন জ্যোতি মাখা শ্রীবদন,
সতত তোমারে সাধো ! দেখি হয় জ্ঞান,
এ রাজ্যের লোক নহ তুমি একজন,
শোকে তাপে চিত্ত তব নহে পরিম্লান ॥

দারুণ দারিদ্র্য আসি তোমার উপর,
নিরন্তর করিতেছে কত অত্যাচার,

রোগ শোক জরা আদি অরাতি নিকর,
লইতেছে পদে পদে পরীক্ষা তোমার॥

অভিমান অহঙ্কার কারে জানি কয়,
কিছুই জাননা তুমি এমনি সরল,
ভীতি শূন্য শান্তি মাখা তোমার হৃদয়,
তোমার আরাধ্য সাধ্য ভকতি কেবল॥

নগণ্য জঘন্য অতি নীচ মূর্খ জন,
কেহ যদি ভাবে তুমি রুষ্ট নহ তা'তে,
তৃণাদপি শ্লোকে যত ভক্তের লক্ষণ,
প্রত্যক্ষ করিনু আজি সকলি তোমাতে॥

সকল প্রাণিকে দেখ আপনার সম,
সকল মানবে তব সম সমাদর,
বৈষ্ণবের নাহি কর জ্যেষ্ঠ লঘু ক্রম,
সকলি সন্তুষ্ট সদা তোমার উপর॥

নাহি তব শাস্ত্র পাঠ ভেক কোলাহল,
নাহি জ্ঞান তর্ক যুক্তি বৃথা বাক্য ব্যয়,
প্রেম ভক্তি মাখা তব চিত্ত নিরমল,
সাধু গুরু বৈষ্ণবের পদ তবাশ্রয়॥

অটুট বিশ্বাসে পূর্ণ তোমার হৃদয়,
অনুরাগ নিষ্ঠা শান্তি আনন্দ আধার,
ভজনের রস ভরা ব্রজ ভাব ময়,
জ্যোতির্ম্ময় দিব্য ধাম শূন্য অন্ধকার ॥

সম্পদ সম্ভ্রম কিম্বা কামিনী কাঞ্চনে,
করিতে পারেনা তব চিত্তকে চঞ্চল,
রিপুর খাটেনা দর্প তোমার সদনে,
মুখে নাহি অন্য কথা শুধু "হরি বোল" ॥

বিলাস বাসনা রসে নহে কভু রত,
চিন্ময় আনন্দ ঘন রূপের ধেয়ানে,
প্রমত্ত নির্ম্মল চিত্ত তোমার সতত,
প্রাণ মাতা দিবা নিশি হরি গুণ গানে ॥

দৈন্য বিনয়ের খনি তুমি মহাশয়,
তোমার বচনে ক্ষরে অমৃতের ধার,
সর্ব্বদা মনেতে তব অপরাধ ভয়,
ভক্তি মুক্তি সিদ্ধি বাঞ্ছা কিঙ্করী তোমার ॥

চিনেনা তোমাকে কেহ স্বদেশে বিদেশে,
করেনা জিজ্ঞাসা কেহ অতি হীন জ্ঞানে,
কে জানে মজিয়া আছ তুমি কোন্ রসে,
কে জানে রয়েছ তুমি কি রূপ ধেয়ানে ॥

নিবিড় পল্লীর এক নিভ�ৃত কোণেতে,
তোমার বসতি অতি .নগণ্য প্রদেশে,
না চিনুক লোকে অপচয় কিবা তাতে,
না আসুক কাছে কেহ কিবা যায় আসে॥

সুরাসুর যক্ষ রক্ষ কিন্নর চারণ,
বাঞ্ছা করে সদা যাঁর চরণ পঙ্কজ,
তোমার হৃদয় মাঝে সে আরাধ্য ধন,
বলিছে বিজয় ধন্য তোমার জীবন॥ ৭৮ ॥

শ্রীমন্নিত্যানন্দ।

কেরে ! নাচে ঐ মাথাটা ভাঙ্গা।
বদন বক্ষ রক্তে রাঙ্গা॥
বোধ নাই যে কিছুই দুঃখ।
আনন্দে ফুল্ল, শ্রীচাঁদ মুখ॥
দু'বাহু তুলি বলিছে হরি।
দুইটা দস্যু সঙ্গেতে করি॥
প্রেমে বিভোর বিশাল কায়।
অরুণ নেত্রে করুণ চায়॥
মদের মাতাল করি কোলে।
"হরি হরি বল" শুধু বলে॥
নাই মনে ভয়ের সঞ্চার।

আজি তাঁর আনন্দ অপার ॥
বিজয় বলিছে আরে ভাই।
এই মোর দয়াল নিতাই॥ ৭৯

শ্রীঅঙ্গ পরশের ফল।

জাল কাঁধে জেলে বেটা,
চল্‌ছে আপন ঘরে।
হাসে কাঁদে নাচে গায়,
বল্‌ছে "হরে হরে" ॥
সঙ্গে তাহার আর কেহ নাই,
সেই শুধু একা।
পথে পাইল রামানন্দ,
স্বরূপের দেখা ॥
স্বরূপ-রামানন্দ বলে,
বল্ শুনিরে ভাই।
এদিকে কি দেখলে এক্,
সন্ন্যাসী গোসাই ?
জেলে বলে, নাহে ভাই—
কইতে মরি ডরে।
মস্ত একটা ভুত পড়িয়া,
আছে বালি চড়ে ॥
মাছ বলিয়া গায়ের জোরে,

টেনে এনে তীরে।
চেয়ে দেখি মড়া একটা,
বিকট ভঙ্গী করে॥
জাল ছাড়াইতে হঠাৎ পৈল,
মরার গায়ে হাত।
অম্নি এসে ভূতে আমায়,
কর্‌ল আত্মসাৎ॥
যতই আমি হরে-কৃষ্ণ,
নাম বলি ভাই ডরে।
ততই আরো পাগলা ভূতে,
চেপে ধরে জোরে॥
বড় ভাগ্যে জাল ছাড়াইয়া,
চলছি আপন ঘরে।
এখনো ভূত লেগে আছে,
আমার শরীরে॥
আপ্‌নে আসে হাসি কান্না,
মুখে কৃষ্ণ নাম। ॥
বিজয় বলে তোমার পদে,
কোটি পরণাম॥ ॥৮০॥

(তুমি আর কত দূরে ?)

বহু কাল হ'তে, তোমার উদ্দেশে,
ছুটিয়াছি প্রাণনাথ !
জন্ম পথে আসি, মৃত্যু পথে যাই,
ঘুরাই শুধু সতত ॥
ঘুরিতে ঘুরিতে, চৌরাশি ঘুরিয়া,
আবার এসেছি নরে।
না পাইনু দেখা, কহ প্রাণসখা,
তুমি আর কত দূরে ? ॥ ৮১ ॥

প্রেমের প্রতাপ।

গৌর প্রেম সুধা, সিন্ধুর গর্জ্জনে,
পাষণ্ডী পলায়ে যায়।
করুণা বাতাসে, তরঙ্গ উঠিয়া,
পশ্চাতে ছুটিয়া ধায় ॥
দিক্ দিগন্তর, পর্ব্বত প্রান্তর,
যেখানে যাহারে পায়।
তরঙ্গ মালায়, সবারে ডুবায়,
বিচার নাহিক তায় ॥
পলায়ে সারিতে, কেহ না পারিল,
প্রেমেতে ডুবিল সবে।

এমনি দয়াল, চৈতন্য আমার,
আর কি এমন হবে ?
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, সকলি ডুবিল,
বাকি নাহি একজনা।
বৈষ্ণবাপরাধে, বঞ্চিত কেবল,
পামর বিজয় বিনা॥ ৮২ ॥

নিবেদন।

গৌর হে ! যা'ক্ অতি দুঃখে দিন,
দিনান্তে মুষ্টেক খেয়ে।
কিম্বা করি উপবাস,
নিজ পরিজন লয়ে॥
পরি শতগ্রন্থি বাস,
করি বৃক্ষ তলে বাস।
আসুক আমার বুকে.
সংসারের হা হুতাশ॥
পশুক অসাধ্য ব্যাধি,
জরা জীর্ণ দেহে মোর।
উচ্চ প্রতিবেশীগণে,
করুক্ উৎপাত ঘোর॥
করিয়া আমার নিন্দা,
তুষ্ট হউক এ সংসার।

চাপুক আমার স্কন্ধে,
অগণন দুঃখ ভার॥
মরুক্ আমার যত,
পুত্র কন্যা পরিজন।
সে জন্য নাহিক মোর,
দুঃখ মাত্র এক কণ॥
পারিব সহিতে আছে,
সংসারেতে দুঃখ যত।
(কিন্তু) পারিবনা সহিবারে,
তোমার বিরহ নাথ॥ ৮৩॥

প্রার্থনা।

আর কত দিন, বিষয়ের বিষ,
অনিচ্ছায় করি পান।
আর কত দিন, সংসার আগুনে,
পুড়িবে পাপীর প্রাণ ?
আর কত দিন, হয়ে পরাধীন,
লাঞ্ছিত জীবন রাখি ?
আর কত দিন, রোগে জর্জ্জরিত,
দেহটা লইয়া থাকি ?
আর কত দিন, গাইয়া বেড়াব,
এ সব দুঃখের গান ?
আর কত দিন, পরে বা তোমার,
চরণে পাইব স্থান ?॥ ৮৪॥

শ্রীগৌরাঙ্গ-স্তবাষ্টক।

জয় শচী নন্দন,
জগজ্জন বন্দন,
ভব বন্ধন মোচনকারী।
পাপ তাপ নাশন,
যম ভয় বারণ,
গর্ব্বিত, দুর্জ্জন, দর্পহারী॥
জয় ভক্ত জীবন,
কীর্ত্তন পরায়ণ,
কনক উজোর অঙ্গ কাঁতি।
নৌমিত্বং শচীসুত,
অখিল রসামৃত,
চিদ্‌ঘন রসরাজ মূরতি॥ ১।

জয় জীব তারণ,
কারণস্য কারণ,
পতিত পাবন গুণ সিন্ধু।
জগন্নাথ বালক,
জগজন পালক,
ভকত বৎসল দীনবন্ধু॥
মায়াবাদী মর্দ্দন,
ভক্তির বর্দ্ধন,
জয় জনার্দ্দন বিশ্ব ।

নৌমিত্বং শচীসুত
অখিল রসামৃত,
চিদ্‌ঘন রসরাজ মূরতি ॥ ২ ॥

শ্রীরূপ জীবন,
গদাধর পরাণ,
ভুবন মোহন দ্বিজবর।
জয় সন্ন্যাসাশ্রমী,
শ্রীচৈতন্য গোস্বামী,
দিগ্বিজয়ী জয়ী-বিশ্বম্ভর।
দেবানন্দ শোধন,
কলি মল ক্ষালন,
গৌর বিধুর্জয়তি জয়তি।
নৌমিত্বং শচীসুত,
অখিল রসামৃত,
চিদ্‌ঘন রসরাজ মূরতি ॥ ৩ ॥

ভক্ত বাঞ্ছা পূরক,
ত্রিভুবন তারক,
অশিব বারক, দ্বিজমণি।
ব্রজ ভাবানুগত,
লীলা বিলাসোন্মত্ত,
রাধা ভাব সুধা-রস খনি ॥

শ্রীবাসাঙ্গণচারী,
নপদ্বীপ বিহারী,
জয় গতি হীনস্য গতি।
নৌমিত্বং শচীসুত,
অখিল রসামৃত,
চিদ্‌ঘন রসরাজ মূরতি ॥ ৪ ॥

সাত্বিক প্রকাশন,
গোপী ভাব পোষণ,
দিব্যোন্মাদ তীর্ণ প্রয়াসী।
জয় ভক্তাবতার,
চিদানন্দ সাকার,
উন্নতোজ্জ্বল রস বিলাসী।
মিশ্র কুল তিলক,
প্রেমানন্দ দায়ক,
কৃপা কুশল সুশান্ত অতি।
নৌমিত্বং শচীসুত,
অখিল রসামৃত,
চিদ্‌ঘন রসরাজ মূরতি ॥ ৫ ॥

সর্ব্ব চিত্তাকর্ষক,
জীবান্তর দর্শক,
জয় কাঙ্গালে করুণাকারী।

ন্যাসী কুল গৌরব,
ভক্তফুল সৌরভ,
রৌরব খণ্ডন দণ্ডধারী ॥
জয় শরণ্য বর,
নাম জপ তৎপর,
জয় উদ্ধারক গজপতি। *
নৌমিত্বং শচীসুত,
অখিল রসামৃত,
চিদ্‌ঘন রসরাজ মূরতি ॥ ৬ ॥

জয় যুগাবতার,
ভকত কণ্ঠ-হার,
শুভ "শিক্ষাষ্টক" প্রকাশন।
অরুণাম্বর ধারী,
বিনয় বিন বারী,
কলিকাল ভুজগ মথন ॥
প্রেম প্রবর্ত্তক,
নবীন সুনর্ত্তক,
গায়ক শ্রীসঙ্কীর্ত্তন গীতি।
নৌমিত্বং শচীসুত,
অখিল রসামৃত,
চিদ্‌ঘন রসরাজ মূরতি ॥ ৭ ॥

---

* গজপতি, রাজা প্রতাপ রুদ্র

পাপ তাপ হারক,
জন্ম মৃত্যু বারক,
পতিত তারক প্রেম খনি।
ভব ভয় নাশন,
অতি মিষ্ট ভাষণ,
দুষ্ট শাসন শ্রীগৌরমণি॥
ভক্তি দাতা দীনেশ,
জয় শ্রীহৃষীকেশ,
নাশন দীন বিজয় ভীতি।
নৌমিত্বং শচীসুত,
অখিল রসামৃত,
চিদ্‌ঘন রসরাজ মূরতি॥ ৮॥ ৮৫॥

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ।

হারে, মোর ঠাকুর নিতাই।
দয়ালের শিরোমণি,
প্রেমামৃত রস খনি,
গৌর চান্দের বড় ভাই॥
অক্রোধ পরমানন্দ;
মোর প্রভু নিত্যানন্দ,
অভিমান শূন্য কলেবর।
গৌর ভাইয়ের গুণ,

গায় হয়ে সুনিপুণ,
গোরা প্রেমে রসে ভর ভর ॥
না চাহিতে প্রেম যাচে,
এমন দয়াল কেবা আছে,
যারে তারে করে কৃপা দান।
নিতাই নয়নে ভাই,
ব্রাহ্মণ চণ্ডাল নাই,
সকলে সমান করে জ্ঞান ॥
প্রেম মদিরা পিয়া,
আপনে মাতাল হৈয়া,
যাহা তাহা করে বিচরণ।
যেখানে যাহারে পায়,
অমনি তারে খাওয়ায়,
মাতাল করিল জগজ্জন ॥
নিতাই বলিলে ভাই,
ক্ষণেক বিলম্ব নাই,
জগত হইবে গৌর ময়।
হেন নিত্যানন্দ ধনে,
না ভজিয়ে কি কারণে,
বিষ খেয়ে মরিল বিজয় ॥ ৮৬ ॥

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ।

ওগো কে আইল রসের মানুষ,
হরি নাম লয়ে।
শুধু নাম নয়, সে নাম আনিছে,
প্রেম রসে মাখিয়ে॥
সে যে যেয়ে জীবের বাড়ী বাড়ী,
জীবকে বলে বল হরি,
করে ধরি বিনয় করিয়ে,
আবার ক্ষণে ক্ষণে ঢলে পড়ে,
প্রাণ গৌরাঙ্গ বলিয়ে॥
সে যে নাহি বুঝে ছোট বড়,
নাহি বুঝে আত্ম পর,
সকলেরে সমান ভাবিয়ে,
গোলোকের ধন এই হরি নাম ;
জীবকে দিল বিলায়ে॥
সে যে পতিত পাষণ্ড জনে,
কৃপা করে নিজ গুণে,
হরি নাম মহা মন্ত্র দিয়ে,
আবার পাপী তাপী খুঁজে বেড়ায়,
স্থানে স্থানে গিয়ে॥
কেন্দে বলে কাঙ্গাল বিজয়,
জীবের পক্ষে হয়ে সদয়,
নিতাই এ'ল করুণা করিয়ে॥

এবার ঘোর কলিকাল ধন্য হবে,
পাপী যাবে তরিয়ে ॥ ৮৭ ॥

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ।

পারের জন্য ভাব্‌না কি আর,—
এইযে ঘাটে নিতাই খাড়া।
এবার তাঁরাই পার হইবে,—
গৌর বলে কাঁদবে যাঁরা ॥
লাগবেনা আর পারের কড়ি,
নিতাই চাঁদ আপনে কাণ্ডারী,
ব'লে সবে গৌরহরি,
তাড়াতাড়ি আয়না তোরা ॥
ভয় কি দিতে ভবের পারি,
গেয়ে চল নামের সারি,
নিতাই চান্দের প্রেমের তরী,
ঝড় বাতাসে যায়না মারা ॥
অন্ধ আতুর দীন দুরাচার,
পাপী তাপী চণ্ডাল চামার,
নিতাই বলে সবেই আমার,
লাগ্‌বে না কার কাণা কড়া ॥
এই ভব পারাবারে,
পরাণ আমার শচীর গোরা ॥

কেন্দে কাঙ্গাল বিজয় বলে;
হরি ব'লে বাহু তুলে,
আয় কে যাবে আয় সকালে,
এবার ভবের ভাব্না সারা॥ ৮৮

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ।

বোল হরি বোল হরি ব'লে,
আয় কে যাবে নিতাইর নায়
পাছের দিকে চাইস্নে ফিরে,
সাম্না দিকে দৌড়ে আয়
গৌরচান্দের সোণার তরী,
কাণ্ডারী শ্রীনিতাইচান,
ভব্ সাগরে ধর্ছে পারি,
মানে না সে বাগ তুফান,
রাধা নামে বাদাম দিয়া,
ছাড়্ছে তরী উজান বাইয়া,
পাছায় বইয়া নিতাই নাইয়া,
হরি ব'লে হাইল ঘুরায়॥
পাগল হইয়া ছুট্ছে ধাইয়া,
পুরুষ মাইয়া দেশের সব,
ঐ শুনা যায় নিতাইর ঘাটে,
হরি নামের কলরব;

ডাক্‌ছে নিতাই বাহু তুলে,
আয় কে যাবে আয় সকালে,
বেলা গেলে সন্ধ্যা হৈলে,
পারি দেওয়া ঘট্‌বে দায়।
বামুণ, শূদ্র, ক্ষুদ্র, ভদ্র,
চামার, চৌধুরী নাই বিচার,
নিতাইচান্দের ঘাটে গেলে,
সব্ জাতে হয় একাকার,
অন্ধ আতুর কাণা খোঁড়া,
আগে নৌকায় উঠ্‌ছে তারা,
কৃপা-সিড়ী আছে ধরা,
পাছে নাকি পড়ে যায়॥
ধনী মানী লোভী কামী,
অপরাধি যত আর,
প্রেম নদীতে ডুবাইয়া,
তারেও নিতাই করে পার,
এম দয়াল অবতারে,
যে না গেল ভব-পারে,
কে আর তরাবে তারে,
আখেরে তার নাই উপায়॥
যাত্রী লইয়া নিতাই নাইয়া,
যাবে নিত্য বৃন্দাবন,
বিজয় বলে সকাল কর,

বিলম্বের কি প্রয়োজন,
রূপ মঞ্জরী ঘাটে খাড়া,
সেই ঘাটে নাও দিবে পাড়া,
সখি-রূপা গুরু যাঁরা,
হাত ধ'রে তুল্‌বে ডাঙ্গায় ॥ ৮৯ ॥

—:0:—

সমাপ্ত।

বিজ্ঞাপন।

মৎপ্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তক সকল আমার নিকট আমার বাড়ীর ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

শ্রীবিজয়নারায়ণ আচার্য্য.
পোঃ বাংলা, গ্রাম সহিলপুর, ময়মনসিংহ।

১।	উপদেশামৃত	মূল্য	...	।০ আনা
২।	গৌর গীতাবলী	"	...	॥০ "
৩।	প্রার্থনা শতক	"	...	॥০ "

"প্রার্থনা শতক" সম্বন্ধে আনন্দ বাজার বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকার সম্পাদক পূজ্যপাদ শ্রীল শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

প্রার্থনা শতক।

"প্রার্থনা শতক" শ্রীযুক্ত বিজয়নারায়ণ আচার্য্য প্রণীত। মূল্য আট আনা, প্রাপ্তিস্থান গ্রাম সহিলপুর, পোঃ বাংলা, ময়মনসিংহ। শ্রীযুক্ত বিজয়নারায়ণ আচার্য্য মহাশয়ের গ্রন্থখানি পাঠে মনে হয় যেন ঠাকুর নরোত্তমের শক্তি সঞ্চারে এই সুধা মধুর ভক্তিরসের প্রবাহ পূর্ণ গ্রন্থ খানি বিরচিত হইয়াছে। আচার্য্য বিজয় নারায়ণ প্রকৃত পক্ষেই প্রেমভক্তির শক্তিশালী

উৎস। তাঁহার প্রত্যেক কথায় মধু ঝরে প্রত্যেক ছত্রে ভক্তি-রসের বন্যা প্রবাহ হয়। এই প্রার্থনা সমূহের কতিপয় পদ যখন শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, তখনই আমরা ভক্তিনিধি শ্রীল বিজয়নারায়ণের অসীম ক্ষমতা অনুভব করিয়া-ছিলাম এমন প্রাণস্পর্শী ভাষা! সে ভাষায় এমন পবিত্র মাধুর্য্য ও চিত্তবিনোদন সৌন্দর্য্য; বর্ত্তমান সময়ে প্রকৃতই দুর্ল্লভ। মণিমুক্তার মোহনমালা দূরে রাখিয়া নরনারীগণ এই পদ-মালা কণ্ঠে ধারণ করুন ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনীয়।

শ্রীল বিজয়নারায়ণের ভাষা তাঁহার সরল সাধু ভক্তহৃদয়ের খাঁটি দর্পণ। তাঁহার হৃদয় নিহিত ভক্তির পীযুষ ধারা ইহার ছত্রে ছত্রে প্রতিফলিত হইয়াছে। কি গদ্যে কি পদ্যে উভয় প্রণালীর রচনাতেই গ্রন্থকারের সাদা হৃদয়ের সরল ও সরস ভক্তিভাব সজীব উজ্জ্বল মূর্ত্তিতে পাঠকগণের মানসনেত্রের সমক্ষে প্রকাশ পায়। বালক বালিকা, যুবক যুবতী, বৃদ্ধ বৃদ্ধা, পণ্ডিত মূর্খ, সকলের হৃদয়েই উহা মন্ত্রশক্তির ন্যায় ক্রিয়াবান হইয়া উঠে।

শ্রীল বিজয় নারায়ণ আচার্য্য মহোদয় শ্রী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকার চিহ্নিত সুলেখক। তাঁহার পদ্য গদ্য রচনা আমরা বহুদিন ধরিয়া আস্বাদন করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতেছি। তাঁহার রচনা সম্বন্ধে পাঠকগণকে আর নূতন পরিচয় দিবার কি আছে, তাঁহার লেখা একবার যিনি পাঠ করিয়াছেন তাহার হৃদয়ই তাহাতে বিগলিত হইয়াছে। ভক্তির জাহ্নবী ধারায় অনেক নীরস হৃদয় সরস হইয়াছে, বহু কঠোর বিশুষ্ক মরুতে প্রেম মন্দাকিনীর

পীযূষ প্রবাহ প্রবাহিত হইয়াছে। ইহা আমাদের মনঃকল্পিত অতিরঞ্জিত উক্তি নহে। বহু ভক্ত বহু বার আমাদিগকে বিজয়ের বিজয় গৌরবময় ভক্তি-রসাত্মক প্রবন্ধের প্রশংসা করিয়া পত্র লিখিয়াছেন।

এস্থলে একটী পদ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি ঃ—

"হরি ! হরি !! হেন ভাগ্য হইবে কি মোর।
গৌর-প্রেম-সিন্ধু—জলে স্নান করি কুতূহলে
ভুলিয়া যাইব আত্ম পর ॥
হরি হরি হরি বলি উর্দ্ধে দুই বাহু তুলি
যারে তারে ধরিব সাপুটী।
স্মরি লীলা ব্রজরস হইবে অঙ্গ অবশ
সতত ঝরিবে আঁখি দুটী ॥
কদম্ব পুষ্পের প্রায় লোমহর্ষ হবে গায়
পুলকে মাতিয়া সদা রব।
করিব তাণ্ডব নৃত্য হইব বৈষ্ণব ভৃত্য
পদরজ মস্তকে লইব ॥
না বুঝিব পাপ পুণ্য ক্ষুধা-তৃষ্ণা-বোধ শূন্য
প্রেমাবেশে হব দিন দিন।
কিবা শত্রু কিবা মিত্র পবিত্র কি অপবিত্র
কারে না বাসিব মনে ভিন্ ॥
গৌরাঙ্গ ভকত পায় লুটাইব সর্ব্বদায়
শ্রবণে শুনিব গৌর-কথা।

গৌরাঙ্গ বলিতে যাঁর নেত্রে বহে প্রেমধার
তাঁর পায় বিকাইব মাথা ॥
কাঁদিব গৌরাঙ্গ বলি হাসিব গৌরাঙ্গ বলি
নাচিব গৌরাঙ্গ গুণ স্মরি।
থাকিব গৌরাঙ্গ দেশে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেমাবেশে
ভূমে পড়ি দিব গড়াগড়ি ॥

এইরূপ প্রার্থনায় গ্রন্থখানি পরিপূর্ণ। আচার্য্য শ্রীল বিজয় নারায়ণ প্রার্থনাশতকে এইরূপ গৌর-ভক্তির বিজয় পতাকা উড্ডীন করিয়া ভক্ত অভক্ত সকলকেই সেই সুধাময় সমুজ্জ্বল রাজ্যের দিকে আকৃষ্ট করিতেছেন। বিজয় নারায়ণের প্রেম-ভক্তিভরা হৃদয়ের উচ্ছ্বাস এই গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে উচ্ছ্বসিত হইয়াছে। এই প্রার্থনা-গ্রন্থ স্বীয় উন্মাদিকা প্রবাহিকা শক্তি-বলে ভক্ত অভক্ত সকলের হৃদয়কেই যে গৌর-প্রেম-সুধা-সিন্ধুর অকুল পাথারে টানিয়া লইতে সমর্থ হইবেন, এই আশা ও এই ভরসা বিশেষ রূপেই আমাদের হৃদয়ে জাগিয়া উঠিয়াছে। শ্রীবৈষ্ণব সঙ্গিনীর সুযোগ্য সম্পাদক তদীয় পাঠকগণের জন্য এই ভক্তি-রসময় প্রার্থনা-পদাবলী উপহার স্বরূপ প্রদান করার যে প্রস্তাব করিয়াছেন, আমরা তজ্জন্য তাঁহারও ধন্যবাদ করিতেছি।

শুদ্ধি পত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১২	শীর্ষকে	ভাবোচ্ছাস	ভাবোচ্ছ্বাস
ঐ	১	কোথা হ'তে	কোথা হ'তে এত
১৪	২১	নন্দ	শ্রীনন্দ
১৭	১৬	গালোকের	গোলোকের
৩০	৯	সুললিত	সুবলিত
ঐ	১৫	কুন্তল	কুণ্ডল
৩৩	৫	অনুরাগ	অনুরাগে
৩৬	১৩	কুন্তল	কুণ্ডল
৩৮	১৬	যায়	পায়
৪১	১	তার	তাঁর
ঐ	১০	ভঙ্গি	ভঙ্গী
ঐ	১১	নীলাছল	নীলাচল
৪৭	১৩	ঝলকি ঝলকি	ঝলসি ঝলসি
ঐ	১৫	সুললিত	সুবলিত
৫১	৫	পদাধর	গদাধর
৫২	১৬	উর্দ্ধে	ঊর্দ্ধে
৫৬	১৯	দুঃখ	দুখ
ঐ	ঐ	ভুলি	ভুলিয়া
৫৮	১৮	ডুবডুব	ডুবুডুবু
৬৬	২০	আছো	আছো হে আছো
৭১	৮-১৩	কূল	কুল
৭৪	১	ঘুচাতে	ঘুচালে
৭৬	৩-৭ ১৬	কূল	কুল
৭৯	৩-৫	কূল	কুল
৮১	১১	দু'কূল	দু'কুল

৮১	২০	কূলের	কুলের
৮৩	৬	কূলের	কুলের
৮৪	১৮	কূল	কুল
৮৬	২	কূল বধূ	কুল বধূ
৮৬	৬	কূল	কুল
৮৭	১৫	সুরধনী	সুরধুনী
৮৯	২১	শিহরা শিহরী	শিহরি শিহরি
৯০	৪	কূল	কুল
৯৪	১৯	উদীয়া	উদিয়া
১০৩	২০	গোলোকে	গোলোক
১১৯	১	জীবন	জনম
ঐ	১৮	পতুল	পুতুল
১২৫	৩	দুঃখ	দুখ
১২৬	১১	মূক্তি	মুক্তি
ঐ	১৮	সতা	সতি
১২৯	১৬	ভক্তি	ভুক্তি
১৩০	১১	রকৃতে	রকতে
ঐ	৪	দুঃখ	দুখ
১৩১	১৫	দেখলে	দেখ্‌লে
১৩২	৭	আত্মসাৎ	আত্মস্থাৎ
১৩৬	২	বন্ধন	বন্দন
১৪১	২	প্রেমরসে	প্রেম-রসে
ঐ	ঐ	ভরভর	ডর ডর
১৪২	১	কে আহল	কে আইল এই
ঐ	৩	আনিছে	আনিয়াছে
১৪৩	২০	এই ভব-পারাবারে	এই ভব-পারাবারে সেই যাবে ডঙ্কা মেরে প্রাণ খুলে যে বল্‌তে পারে,
১৪৫	১০	আগে	আগেই